اثبات الكراهة فى القيام قبل الاقامة

ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ

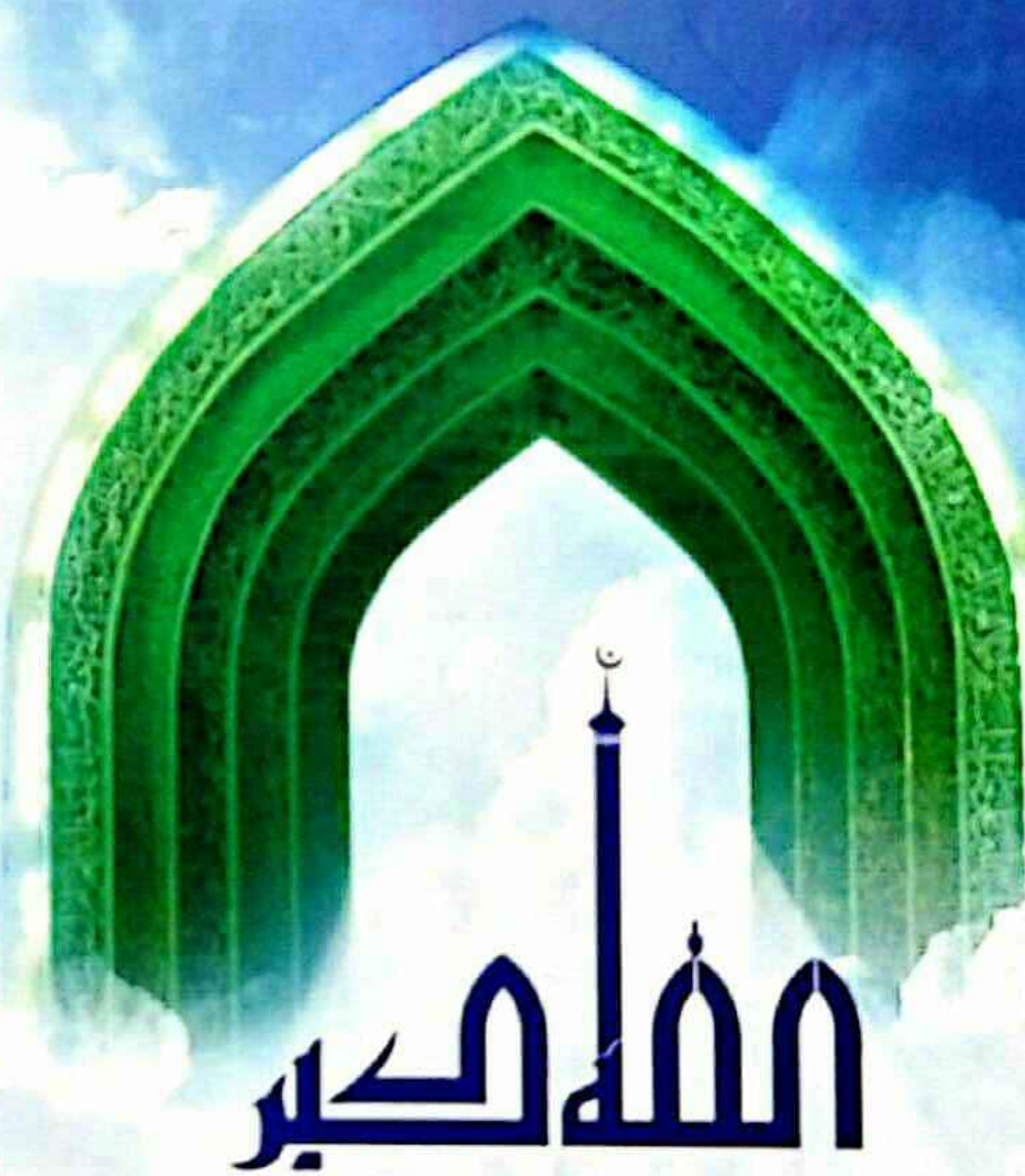

হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শায়খ মুফতি

আবুল হুফফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী

[illegible] পাবলিকেশন

প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ

- ইমাম আবূ হানিফা ও ইমাম বুখারী
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- ইমাম আবূ হানিফা আহলে বায়ত থেকে হাদীস গ্রহণ
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- খারেজীদের আসল রূপ
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- এশকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- আত্মার বিপর্যয় ও তার প্রতিকার
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- ইসলাম ও নারী
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- দোয়া ও দোয়ার নিয়মাবলী
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- কুরআনের কারীদের পদমর্যাদা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- কিতাবুত তাওহীদ (১ম খণ্ড)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- কিতাবুত তাওহীদ (২য় খণ্ড)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- ইসলামী দর্শনে জীবন
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- হাদীসের আলোকে সাহাবীদের মর্যাদা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- সূফীদের সংস্কার কার্যপদ্ধতি
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- [illegible]
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- রোজার দর্শন ও বিধান
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- নবী করীম (দ.) এর নামাযের পদ্ধতি
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- ঈমানের আলোকে শিক্ষা (হিদায়াতুল উম্মাহ)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- [illegible]
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- নবীগণের চরিত্র
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- [illegible] (প্রিয় নবীর শৈশবকালীন জীবন)
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- [illegible]
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- হাদিসের আলোকে প্রিয় নবীর শৈশবকালীন জীবন
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী
- হাদিসের আলোকে সাহাবায়ে কেরামের মর্যাদা
  শায়খুল ইসলাম ড. মুহাম্মদ তাহিরুল কাদেরী

Sahihaqeedah.com

Sunni-encyclopedia.blogspot.com

PDF by (Masum Billah Sunny)

إثبات الكراهة في القيام قبل الإقامة

ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ

মূল

আল্লামা শায়খ মুফতি আবুল হুফ্‌ফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী

প্রকাশ : মুহাদ্দিস ফুরকান সাহেব (ম:জি:আ:)

(এম.এম.এম.এফ অল ফার্ষ্টক্লাস এণ্ড গোল্ড মেডলিষ্ট)

কামিল (হাদিস) ১ম শ্রেণিতে ২য় স্থান- দারুল উলুম আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

কামিল (ফিক্বহ) ১ম শ্রেণিতে ১ম স্থান- ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসা, ঢাকা

শায়খুল হাদিস : সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম

৩১৫, আসাদগঞ্জ রোড, চট্টগ্রাম

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (আশরাফী)

এফ.এম. (বোর্ড স্ট্যান্ড) বি.এ. (ফার্স্ট ক্লাস) এম.এম. (স্কলার)

সহঃ অধ্যাপক : কালারপোল আহ্‌দীয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্‌রাসা

থানা : কর্ণফুলী, চট্টগ্রাম

মোবাইল : ০১৮১৯-৬০৮৩৮৮

[গৌড়স্থান, (মোতাওয়াল্লী বাড়ী), পুটিবিলা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম]

সনৃজরী পাবলিকেশন

৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা-১২০৫

৮১, শাহী জামে মসজিদ সুপার মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম-৪০০০

ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ
মূল : আল্লামা শায়খ মুফতি আবুল হুফ্‌ফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী

অনুবাদ : মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান (আশরাফী)

সম্পাদনায় :
আবু আহমদ জামেউল আখতার চৌধুরী

প্রকাশক :
মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী

প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ব সংরক্ষিত
© সনজরী পাবলিকেশনের পক্ষে নুরে মাওয়া লিসা;

প্রকাশকাল :
১ম প্রকাশ : ১লা রজব, ১৪৩১ হিজরী;
২য় প্রকাশ : ২১ এপ্রিল, ২০১৪, ২০ জমাদিউস্ সানী, ১৪৩৫, ৮ বৈশাখ, ১৪২১।

প্রকাশনায় :
সনজরী পাবলিকেশন;
৪২/২ আজিমপুর ছোট দায়রা শরীফ, ঢাকা- ১২০৫, মোবাইল : ০১৯২৫-১৩২০৩১
৮১, পাহী জামে মসজিদ মার্কেট, আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম, মোবাইল : ০১৬১৩-১৬০১১১
E-mail : Sanjarypublication@gmail.com

পরিবেশনায় : সনজরী বুক ডিপো;

মূল্য : ৭৫ [পঁচাত্তর] টাকা মাত্র

Eikamoter Purbe Darano Makruh, By: Allama Shaikh Mufti Abul Huffaz Muhammad Furkan Chowdhury, Translated By: Mawlana Mohammad Abdul Mannan (Ashrafi), Edited By: Abu Ahmad Jameul Akhtar Chowdhury. Published By: Mohammad Abu Tayub Chowdhury. Price: Tk: 75/=

مَوْلَايَ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا
عَلٰى حَبِيْبِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ
مُحَمَّدٌ سَيِّدُ الْكَوْنَيْنِ وَالثَّقَلَيْنِ
وَالْفَرِيْقَيْنِ مِنْ عُرْبٍ وَّمِنْ عَجَمِ

﴿صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَعَلٰى آلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ﴾

উৎসর্গ

যাদের উছিলায় এ সংসারে আমার জন্ম সেই পরম শ্রদ্ধাভাজন আব্বা–
মরহুম আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু ছিদ্দীক চৌধুরী
ও
আম্মা– মরহুমা নূর জাহান বেগম
-এর
রূহের মাগফিরাত ও জান্নাতের উচ্চ মর্যাদা কামনায় নিবেদিত

Sahihaqeedah.com

Sunni-encyclopedia.
blogspot.com

PDF by (Masum Billah
Sunny)

প্রকাশকের কথা

হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শায়খ মুফতি আবুল হুফ্ফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী একজন নিভৃতচারি বিদগ্ধ জ্ঞান সাধক। জ্ঞানে-গুণে, তাকওয়া ও পরহেযগারিতে তিনি সমকালীনদের মধ্যে অনন্য। কুরআন, হাদিস, ফিকাহ, দর্শন মূলতঃ ইসলামী জ্ঞানের মৌলিক শাখায় তাঁর বিশেষ অবস্থান সর্বজন গৃহীত। ব্যবসায়ী পিতার ধনাঢ্য পরিবারে সোনার চামচ মুখে নিয়ে জন্ম নিলেও আজীবন তিনি ইলমে দ্বীনের প্রচার-প্রসারে ব্যাপৃত রয়েছেন। শিক্ষাজীবনের প্রাথমিক স্তর হতে চুড়ান্ত স্তর পর্যন্ত প্রতিটি স্তরে মেধার অনন্য সাক্ষর রেখেছেন। কর্মজীবনে তিনি সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসার মুহাদ্দিস, আবুধাবি আল-আইন সিটির নয়াদাতস্থ 'মসজিদ-এ উমর ইবনুল খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু'র ইমাম ও বর্তমানে চট্টগ্রামস্থ ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসার শাইখুল হাদিস হিসেবে ইলমে দ্বীনের খেদমত আঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছেন।

তিনি মুসলমানদের নিকট সহীহ ইসলামী জ্ঞান, আক্বীদা-বিশ্বাস ও ইসলামী বিধি-বিধান তুলে ধরাও আপন দায়িত্ব হিসেবে নিয়েছেন। এলক্ষ্যে তিনি রচনা করেছেন "إثبات الكراهة في القيام قبل الإقامة (ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ)" শীর্ষক কিতাবটি। কিতাবটিতে তিনি সহীহ হাদিস ও ফিকাহের আলোকে হানাফী মাযহাব মতে নামায আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় বিশেষ মাসয়ালাগুলো তুলে ধরেছেন। ইকামতের পূর্বে কাতারবন্দি হওয়ার জন্য দাঁড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টি যে মাকরূহ– তা নিয়ে সুস্পষ্টভাবে হাদিস-ফিকাহ ভিত্তিক দালিলিক আলোচনা করেছেন। কিতাবটি ধর্মপ্রিয় মুসলিম জন সাধারণের জন্য সঠিক মাসআলা জানার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আশা করি।

বইটি ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা যারপরনাই চেষ্টা করেছি। তারপরও ভুল-ত্রুটি থাকা অসম্ভব নয়। কোথাও ভুল-ত্রুটি বা মুদ্রণজনিত প্রমাদ দেখা গেলে আমাদেরকে অবহিত করলে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা হবে– ইনশাআল্লাহ॥

মুহাম্মদ আবু তৈয়ব চৌধুরী
সন্‌জরি পাবলিকেশন

শুভেচ্ছা বাণী

প্রখ্যাত হাদিস বিশারদ, বিজ্ঞ ফিক্‌হবিদ, আলেমকূল শিরমণি ও দেশবরণ্য শিক্ষাবিদ

অধ্যাপক আল্লামা মুহাম্মদ ফখরুদ্দীন সাহেব (ম:জি:আ:)

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ : সিলেট সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসা, সিলেট;
সাবেক মুহাদ্দিস : ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসা, ঢাকা;
সাবেক মুহাদ্দিস : ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম;
বর্তমান শায়খুল হাদিস : চুনতী হাকিমিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম।

بسم الله الرحمن الرحيم

نحمده ونصلي ونسلم علي حبيبه الكريم وبالمؤمنين رؤوف رحيم وعلي اله

واصحابه أجمعين، أما بعد!

পাকিস্তান আমলের ক্রান্তিলগ্নে পূর্ব পাকিস্তানের আলোড়ন সৃষ্টিকারী মেধাবী মুখ ও বাংলাদেশের জন্মলগ্ন যুগে শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্বের স্বাক্ষর বহনকারী আমার পরম স্নেহধন্য ব্যক্তিত্ব প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, ওলামা সমাজের অহংকার, জগৎবরণ্য মুহাদ্দিস ও যুগশ্রেষ্ঠ ফিক্‌হ বিশারদদের অন্যতম, শায়খুল হাদিস আল্লামা মুফতি আবুল হুফ্‌ফাজ মোহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী বিরচিত তথ্য সমৃদ্ধ إثبات الكراهة في القيام قبل الإقامة মাও. আবদুল মান্নান আশরাফী কর্তৃক অনূদিত 'ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ' নামক রেসালাহ খানি আমার দেখার সুযোগ হয়েছে। তাঁর বক্তব্য যেমন জোরালো ও তথ্য নির্ভর, তেমনি তাঁর লেখাও তাত্ত্বিক এবং মজবুত দলীল দ্বারা ভরপুর। তাঁর উক্তির সাথে সাথে দলীল ও যুক্তি রয়েছে। হানাফী মাজহাবের অনুসারীদের জন্য এই রেসালাহটি আলোর দিশারী হয়ে থাকবে বলে আমি মনে করি।

বর্তমান সমাজে শুধু সরলমনা সাধারণ মুসলমান নয় বরং বহু আলেম ও মসজিদের ইমামগণও হানাফী মাজহাবের কালোত্তীর্ণ ফিক্‌হের কিতাবে বর্ণিত একটি মাসআলার ব্যাপারে উদাসীন। সেই বিষয়টিকে তিনি মজবুত দলীল দ্বারা সাব্যস্ত করেছেন। আমিও তাঁর সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করি।

মহান আল্লাহ পাক এই রেসালাহকে কবুল করুন এবং মুসলিম নামাজী বান্দাদের শুদ্ধভাবে নামাজ আদায় করার তাওফীক দান করুন। লিখকসহ আমাদের সবার জন্য এই রেসালাহ নাজাতের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করুন। আমীন॥

সালামান্তে

(মোহাম্মদ ফখরুদ্দীন)

শুভেচ্ছা বাণী

গাজ্জালিয়ে জমান, উস্তাজুল ওলামা, শায়খুল হাদিস

অধ্যক্ষ আল্লামা মুহাম্মদ মোছলেহ্ উদ্দীন সাহেব (ম.জি.আ.)

অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ : ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম;
সাবেক অধ্যক্ষ : জামেয়া আহমদীয়া সুন্নীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম;
সাবেক অধ্যক্ষ : পাঁচলাইশ ওয়াজেদীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম;
বর্তমান শায়খুল হাদিস : নেছারিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلوة والصلام علي أشرف الأنبياء والمرسلين وعلي اله

واصحابه أجمعين، أما بعد!

فإني قرأت الرسالة المسمي بإثبات الكراهة في القيام قبل الإقامة، التي الفها العلامة الفهامة السيد ابو الحفاظ محمد فرقان صودهري دامت فيوضه علينا، شيخ الحديث للسبحانية العالية شيتاغونغ في ضوء الحديث الصحيح واصوله، وجدتها في غاية التحقيق ونهاية التدقيق حتي انه ما ترك فيها شيئا مما يختلج في صدور العلماء في هذه المسئلة وانه سلك فيه علي مسلك الاحناف وحقق فيها جميع انواع الجزئيات، واني وجدتها مشتملة علي الدلائل الشرعية وممتلئة بالاحاديث النبوية مفيدة للعلماء والطلاب وعامة المصلين، واسئل الله ان ينفع بها المسلمين بحرمة سيد المرسلين عليه أفضل الصلوة واكمل التسليم وأخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.

مع السلام

(محمد مصلح الدين)

শুভেচ্ছা বাণী

আলহাজ্ব মাওলানা হোসাইন আহমদ (ফারুকী)

সাবেক উপাধ্যক্ষ : নানুপুর গাউসিয়া ফাজিল মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম
প্রতিষ্ঠাতা কো-চেয়ারম্যান : বাংলাদেশী মুসলিম জনকল্যাণ সংস্থা (দুবাই), ইউ.এ.ই.
প্রতিষ্ঠাতা : নানুপুর মহিলা আলিম মাদ্‌রাসা, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আলহামদু লিল্লাহ! সকল প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। লক্ষ কোটি দুরূদ ও সালাম প্রিয় নবীজী মুহাম্মদুর রসূলুল্লাহ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর উপর। নবী করিম (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অনুপম আদর্শ ও শিক্ষা পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট পৌছিয়ে দেয়া, তাঁর সুন্দর আখলাক-সাধনা, ইবাদত ও বন্দনা মুসলিম উম্মাহর নিকট তুলে ধরা বিশেষ করে ইবাদত এর সঠিক নিয়ম-কানুন ও বিশুদ্ধ আকীদা অনুযায়ী খোদা প্রদত্ত তাঁর প্রকৃত শান-মান তুলে ধরা, অজানা মানুষকে জানিয়ে দেওয়া বর্তমান যুগের চাহিদা।

এলক্ষ্য সামনে রেখে প্রাণপ্রিয় বন্ধুবর, বিশিষ্ট ইসলামী চিন্তাবিদ ও শিক্ষাবিদ বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী মুহাদ্দিসকুল শিরমণি শায়খুল হাদীস হযরতুলহাজ্ব আল্লামা মুফতী এ.এইচ.এম. ফুরকান চোধুরী সাহেব (ম.জি.আ.) কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা করে সহীহ হাদীস ও বিখ্যাত ফিকহর কিতাবের উদ্বৃতির আলোকে গবেষণামূলক পুস্তিকা إثبات الكراهة في القيام قبل الإقامة নামক রেসালাহ রচনা করেছেন।

এ রেসালাহটিতে আমি লক্ষ্য করেছি হানাফী মাজহাবের অনুসারীদের শুদ্ধভাবে ও সঠিক পন্থায় নামাজ আদায়ের জন্য প্রয়োজনীয় মাস্‌আলা ও দৈনন্দিন জীবনের ঘটনা প্রবাহের সমাহার ঘটিয়েছেন। তাঁর এই উদ্যোগ মুসলিম মিল্লাতের জন্য মাইল ফলক ও পরবর্তীদের জন্য পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমাদের দেশে বাংলাভাষায় এ ধরনের উন্নত তথ্যবহুল পুস্তকের খুবই অভাব। বিজ্ঞ লিখকও সরল ভাষায় একটা মাকরূহ প্রথার উচ্ছেদ ও সত্যের বিকাশে প্রকৃত তথ্য সমাহারে সমৃদ্ধ করে গ্রন্থখানি পাঠক মহলের খেদমতে পেশ করেছেন। আমি আন্তরিকভাবে এই গ্রন্থখানীর বহুল প্রচার কামনা করি এবং তাঁর সাথে ঐক্যমত্য পোষণ করি মহান আল্লাহ পাক এ রেসালাহকে নাজাতের উছিলা হিসাবে কবুল করুন। আমিন-বেহুরমতে রহমতুল্লিল আলামীন॥

সালামান্তে

হোসাইন আহমদ (ফারুকী)

সূচীপত্র

- ভূমিকা ০১
- 'ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ' এর বিধান ০৬
- ইকামতের সময় দাঁড়ানোর ব্যাপারে চার মাজহাবের ইমামের মতামত ২১
- জুমার নামাযে ইকামতের সময় দাঁড়ানোর বিধান ৩৩
- তা'দীলে আরকান বা ধীর স্থিরভাবে নামাজ আদায় করা ৩৪
- ইমামের আগে রুকু-সিজদা ইত্যাদির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর হুঁশিয়ারী ৩৮
- মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমনকারীর গুনাহ ৪৪
- নামাজের ফরজসমূহ ৪৭
- নামাযের শর্তাবলী (আহকাম) ৪৭
- নামাযের আরকান ৪৯
- নামাযের ওয়াজিবসমূহ ৫১
- নামাযের সুন্নাতসমূহ ৫৩

ভূমিকা : المقدمة

بسم الله الرَّحْمٰن الرَّحِيْم

اَلْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَأَصْحَابِهٖ وَجَمِيْعِ أُمَّتِهٖ أَجْمَعِيْنَ، أَمَّا بَعْدُ!

মহান প্রভূ আল্লাহ পাকের দরবারে অসংখ্য অগনিত শোকরিয়ার সিজদা আদায় করছি, যিনি শত ব্যস্ততার মধ্যেও মুসলিম উম্মাহর খেদমতে ক্ষুদ্রাকারে হলেও অতিমূল্যবান পুস্তিকা إِثْبَاتُ الْكَرَاهَةِ فِيْ الْقِيَامِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ তথা 'ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ'র বিধান সম্বলিত রেসালাটি লেখার তাওফীক দান করেছেন। সাথে সাথে প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূরানী কদমে মস্তকাবনত চিত্তে দুরূদ পেশ করছি, যিনি আমাদের জন্য মুক্তির একমাত্র গ্যারান্টি সিরাতুম-মুস্তাকীম ও জান্নাতের দিশা নিয়ে এসেছেন যাঁর অনুসরন ও অনুকরণের মধ্যে আমাদের ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন–

وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا۟ ۚ ﴿٧﴾

–প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদের যা দিয়েছেন তা গ্রহণ করো, আর তিনি যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করেছেন তা হতে বিরত থাকো।[১]

রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আল্লাহর নিকট থেকে আমাদের জন্য অসংখ্য নিয়ামত নিয়ে এসেছেন। যেগুলো ইহকাল-পরকাল তথা সর্বকালে আমাদের জন্য কল্যাণকর। তন্মধ্যে অন্যতম ও উল্লেখযোগ্য একটি নিয়ামত হলো-নামাজ; যাকে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ অর্থাৎ– "নামাজ দ্বীন-ধর্মের স্তম্ভ"[২] বলে অভিহিত করেছেন। নামাজ বান্দাহকে যাবতীয় অন্যায়-অবিচার, মন্দ ও অশস্নীল কাজ তথা গোনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে। যেমন পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে–إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ অর্থাৎ নিশ্চয় নামাজ নামাজী ব্যক্তিকে অশস্নীল ও মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে।[৩]

---

১. আল কুরআন : সূরা হাশর, ৫৯/৭;
২. বায়হাকী : শু'আবুল ঈমান, ৪/৩০০; তিরমিযী : নাওয়াদিরুল উসূল ফী আহাদিসির রসূল, ৩/১৩৬;
৩. আল কুরআন : সূরা আনকাবুত, ২৯/৪৫;

বর্তমানে আমাদের মাঝে অধিকাংশ মানুষকে দেখা যায় যে, তারা নামাজও পড়ে আবার মসজিদ থেকে বের হয়ে অন্যান্য অশস্নীল ও মন্দ কাজও করে থাকে। তার কারণ কি? মহান আল্লাহ পাক বলেছেন– সালাত নামাজী ব্যক্তিকে এসব গুনাহের কাজ থেকে বিরত রাখে। আল্লাহর কালাম তো সত্য। তা হলে নামাজ নামাজীকে প্রভাব বিস্তার করছেনা কেন? নামাজের প্রতিক্রিয়া মানুষের মধ্যে কেন প্রতিফলিত হচ্ছে না?

তার অনেকগুলো উত্তর হতে একটি হলো– সালাত যেভাবে আদায় করা দরকার আমরা সেভাবে আদায় করছি না। ফলে নামাজের যে (তাছীর) প্রভাব তা আমাদের মাঝে বিস্তার করছে না। কারণ নামাজ আদায়ের কতগুলো সুনির্দিষ্ট বিধি-বিধান রয়েছে। তন্মধ্যে কতগুলো আদায় করা ফরজ, কতগুলো ওয়াজিব, কিছু সুন্নাত, কতেক মুস্তাহাব। আবার কতিপয় কাজ এমন আছে যেগুলো করাটা মাকরূহ। নামাজ আদায় করতে গিয়ে যদি অনিয়ম করে বা বিধি-নিষেধের নিয়ম-নীতির তোয়াক্কা না করে এবং মাকরূহ কাজগুলো করে; তাহলে ঐ নামাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হয় কিনা তা প্রশ্ন সাপেক্ষ। ফলে ঐ নামাজ নামাজী বান্দার মধ্যে কোনরূপ প্রভাব বিস্তার বা নৈতিক চরিত্রের পরিবর্তন কিংবা গোনাহের কাজ থেকে তাকে বিরত রাখে না।

আর সাধারণ মুসলমান যারা ইলমে শরীয়তের গভীরে পৌছতে পারেনি তারা অজানা বশত: হয়তো এধরনের মাকরূহ কাজটা করে থাকেন। মহান আল্লাহ পাক তাদেরকে মাফ করুন- আমীন) আমি দীর্ঘ দুই যুগের কাছাকাছি সময় দেশের বাহিরে তথা আরব দেশে প্রবাস জীবন যাপনের পর বাংলাদেশে এসে দেখি এখানকার অসংখ্য নামাজী বান্দাহ নামাজ আদায় করতে গিয়ে কিছু মাকরূহ কাজ করে ফেলে, যা দেখে আমি খুবই মর্মাহত হই। এমনকি নিজকে এভাবে অনুধাবন করি যে, আখেরী জামানায় আমাদের আবির্ভাব হয়েছে। আমরা অনেক কিছু জানিনা। আর যারা জানে তারা যদি অজানা মানুষদেরকে শিক্ষা না দেয়, তাহলে তো কাল কিয়ামতের ময়দানে মহান আল্লাহ ও রসূলের আদালতে কৈফিয়ত দিতে হবে। এই বিষয়টি মাথায় রেখে আমার বেশ কিছু বন্ধু-বান্ধবের অনুরোধ ও উদ্দীপনায়, একমাত্র আল্লাহ ও রসূলের (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্টি লাভের আশায় এবং মুসলিম মিল্লাতকে সংশোধনের নিমিত্তে এই পুস্তিকাটির রচনায় হাত দিয়েছি। এ পুস্তিকাটি আমার স্নেহাস্পদ ছাত্র অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মদ আবদুল মান্নান আশরাফী বাংলা ভাষায় রূপান্তরিত করেছে এবং যারা এই পুস্তিকাটি প্রকাশনার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক সবাইকে উভয় জগতের উত্তম প্রতিদান দান করুন॥

পরিশেষে সকল ইসলামী ভাইদের নিকট আকুল আহ্বান, এই পুস্তিকাটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করবেন। মুদ্রণজনিত বা গবেষণালব্ধ কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা জানালে সাদরে গৃহীত হবে এবং পরবর্তী মুদ্রণে তা সংশোধন করা হবে, ইনশাআল্লাহ।

এই রেসালাটি পাঠ করে যদি কোন মুসলমান ভাই একটা মাসআলাও শিখতে পারেন এবং তদনুযায়ী আমল করেন তাহলে নিজকে ধন্য মনে করব।

প্রিয় নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَمَسَّكَ بِسُنَّتِي عِنْدَ فَسَادِ أُمَّتِي فَلَهُ أَجْرُ مِائَةِ شَهِيْدٍ، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ فِيْ كِتَابِ الزُّهْدِ لَهُ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ، (مشكوة المصابيح: الصفحه - ٣٠)

–হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি আমার উম্মতের ভ্রষ্টতা ও পদস্খলনের সময় আমার সুন্নাতকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরবে তার জন্য একশত (১০০) শহীদের সওয়াব রয়েছে।[৪]

অন্য বর্ণনায় ইরশাদ হয়েছে–

عَنْ بِلَالِ بْنِ الْحَارِثِ الْمُزَنِيِّ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَحْيَا سُنَّةً مِنْ سُنَّتِي قَدْ أُمِيتَتْ بَعْدِي، فَإِنَّ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلَ أُجُوْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنِ ابْتَدَعَ بِدْعَةً ضَلَالَةً لَا يَرْضَاهَا اللهُ وَرَسُوْلُهُ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلَ أَثَامِ مَنْ عَمِلَ بِهَا لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ. وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَه عَنْ كَثِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ،

–হযরত বিলাল ইবনে হারিছ আল-মুযানী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার এমন একটা সুন্নাতকে জীবিত করেছে, যা আমার পরে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তার জন্য সে সকল লোকের সওয়াবের পরিমাণ সওয়াব লিখা হবে, যারা সেই সুন্নাতের উপর আমল করবে। আর এতে আমলকারীদের সওয়াব হতে বিন্দু পরিমাণও কমানো হবে না।[৫]

৪. মাসাবীহ : মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৬২; বায়হাকী : আয্ যুহদুল কবীর, ১/২২১;
৫. ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, باب من أحيا سنتي قد أميت, ১/৭৬; باب ما جاء في الاخذ بالسنة واجتنا, ৪/৩৪২;

অন্যদিকে যে ব্যক্তি আমার পরে কোন নিকৃষ্ট বিদআত সৃষ্টি করে যাতে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সন্তুষ্ট নয় তার জন্য ও সে সকল লোকের গোনাহের পরিমান গোনাহ্ রয়েছে, যারা তার উপর আমল করেছে এবং এতে তাদের পাপের কোন অংশই হ্রাস করা হবে না।[৬]

অপর হাদীসে হযরত ইরবায ইবনে সারিয়া রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। প্রিয় রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ইরশাদ করেছেন–

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ،

অর্থাৎ আমার পর তোমাদের মধ্যে যারা বেঁচে থাকবে, তারা অচিরেই অনেক মতভেদ দেখতে পাবে। তখন তোমরা আমার সুন্নাত এবং হেদায়তপ্রাপ্ত খোলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরবে এবং তার উপর সুদৃঢ় থাকবে। অতএব, সাবধান! তোমরা দ্বীনী বিষয়ের ব্যাপারে কিতাবুল্লাহ্ ও সুন্নাতে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর বাইরে নতুন কথা ও মতবাদ হতে বেঁচে থাকবে।[৭]

إِثْبَاتُ الْكَرَاهَةِ فِي الْقِيَامِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ (ইছবাতুল কারাহাতি ফিল কিয়ামি কাবলাল ইকামাহ) নামক এই পুস্তিকায় সহীহ রেওয়ায়ত (বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ), রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ও সাহাবায়ে কেরামের আমল, শিক্ষা ও পরবর্তী যুগের সকল গ্রহণযোগ্য ও নির্ভর যোগ্য ফিকাহ বিশারদ, মুজতাহিদীনে কেরাম ও হানাফী মাজহাবের কালোত্তীর্ণ ফতোয়ার কিতাব সমূহের উদ্ধৃতি দিয়ে এই মাসআলা সাব্যস্ত করেছি যে, হানাফী মাজহাব মতে জামাতে নামাজ আদায় করার ক্ষেত্রে ইকামত বলার পূর্বে মুয়াজ্জিন কিংবা ইমাম সাহেব **"আপনারা দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করুন"** এই ঘোষণা দিয়ে মুসল্লী/নামাজী ব্যক্তিদেরকে দন্ডায়মান করা কিংবা ইকামত চলাকালীন সময়ে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ/حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ (হাইয়া আলাস্ সালাহ কিংবা হাইয়া আলাল ফালাহ) বলার আগে দাঁড়ানো মাকরূহ।

৬. তিরমিযী : আস্ সুনান, ৪/৩৪২; ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, باب من أحيا سنتي قد أميت, ১/৭৬; তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৫৯;
৭. আবূ দাউদ : باب في لزوم السنة, ৪/২০০; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২৮/৩৭৫; তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ৩০;

ইকামতের পূর্বে দন্ডায়মান হওয়া থেকে আমাদের সকলকে বেঁচে থাকতে হবে। মাকরূহ প্রথা পরিহার বা বর্জন করা সকল মুসল্লী ভাইদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়। বিস্তারিত বর্ণনা দলীল সহকারে পেশ করলাম।

এই পুস্তিকা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করার পরও যদি কোন সন্দেহ, সংশয় কিংবা আপত্তি থাকে, তাহলে আল্লাহর ওয়াস্তে আমাদের সাথে উন্মুক্ত আলোচনায় বসার সুযোগ রয়েছে।

যদি পাঠকমহল এই পুস্তিকা পাঠ করে সত্য ও সঠিক নিয়ম মোতাবেক নামাজ আদায় করেন তবে আমাদের শ্রম ও প্রচেষ্টা সফল ও স্বার্থক হয়েছে বলে মনে করব। মহান আল্লাহ্ পাক তাঁর প্রিয় হাবীব হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)'র উসিলায় সবাইকে সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন॥

সালামান্তে

এ. এইচ. এম. ফুরকান চৌধুরী
শায়খুল হাদিস : সোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসা, চট্টগ্রাম
প্রতিষ্ঠাতা : নূরীয়া কাসেমিয়া সিদ্দীকিয়া হেফজখানা
ও মীর ছমুদা এতিমখানা
চৌধুরী পাড়া, পূর্ব গুমদন্ডী, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম।

মোবাইল : ০১৮১৯-২৬৫৪০৬;

إِثْبَاتُ الْكَرَاهَةِ فِي الْقِيَامِ قَبْلَ الْإِقَامَةِ

'ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ' এর বিধান–

বর্তমানে আমাদের বাংলাদেশের বিভিন্ন মসজিদে জামাতে নামাজ পড়তে গিয়ে একটা বিষয় পরিলক্ষিত হয় যে, কিছু কিছু মসজিদে জামাত অনুষ্ঠিত হওয়ার আগে মুয়াজ্জিন কিংবা ইমাম সাহেব ইকামত বলার পূর্বে বলে থাকেন **"আপনারা দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করুন"**, তখন মুসল্লীগণ ইকামত বলার আগেই দাঁড়িয়ে যায়। আবার কিছু মসজিদে এরূপ না বললেও অজ্ঞতাবশত: মুসল্লীগণ ইকামতের আগে দাঁড়িয়ে যায়। আর ইকামত শুরু করার পর 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত' (حَيَّ عَلَي الصَّلَوة) বলার আগে কোন মুসল্লী মসজিদে প্রবেশ করলে তিনি কি জামাতের জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবেন, নাকি বসে যাবেন?

অপরদিকে অনেক মসজিদে দেখা যায় ইকামত বলার আগে দাঁড়ানোকে নিষেধ করে দেন। তারা এরূপ দাঁড়ানোকে মাকরূহ বলেন। অতএব, সম্মানিত ওলামা-এ কেরাম, ফিকাহ বিশারদ, মুফতিয়ানে হানাফী মাজহাব সমীপে নিম্নলিখিত মাসআলার সঠিক সমাধান চাই।

মাসআলা : নামাজের জামাত আরম্ভ হওয়ার প্রাক্কালে মুয়াজ্জিন ইকামত বলার আগে দ-ায়মান হওয়া বা দাঁড়িয়ে জামাতের জন্য অপেক্ষা করা বৈধ কিনা? আর ইমাম বা মুয়াজ্জিন এ ধরনের বলাটা কতটুকু শরীয়ত সম্মত?

উত্তর/জওয়াব :

সম্মানিত মুসলিম মুসল্লী ভাইদের জন্য উপরোল্লিখিত মাসআলার শরীয়ত সম্মত সমাধান হল–

১। হানাফী মাজহাব মতে ইকামতের পূর্বে কিংবা ইকামত চলাকালীন সময়ে 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত'(حَيَّ عَلَي الصَّلَوة) বলার পূর্বে দাঁড়ানো মাকরূহ। ইকামতের আগে দাঁড়ানো বা দাঁড়াতে বলা সুন্নাতের পরিপন্থী।

২। শরীয়তের কোন আলেম বা ইলমদার ইমাম কিংবা মুয়াজ্জিন-এর পক্ষে এ ধরণের বলাটা উচিত নয়।

৩। ইকামত বলার পূর্বে কাতার সোজা করতে বলার জন্য কোন সহীহ রেওয়ায়ত হাদীস শরীফে বা ফিক্হ-র নির্ভরযোগ্য কোন কিতাবে নেই। এমনকি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কেরাম ও চার মাজহাবের কোন ইমামের নিকটও এ ব্যাপারে কোন দলীল পাওয়া যায়নি বরং ইকামত বলার পর কাতার সোজা করার বিধান রয়েছে।

বিস্তারিত বর্ণনা

এই মাসআলায় আমাদের একটা বিষয় আগে জানতে হবে যে, এখানে দু'টি বিষয় রয়েছে। একটি হলো 'আল-ইকামাহ' (اَلْاِقَامَةُ) বা ইকামত বলা, অপরটা হলো 'তাসভিয়াতুস্ সুফূফ' (تَسْوِيَةُ الصُّفُوْفِ) বা কাতার সোজা করা।

উল্লেখ্য যে, ইকামত বলা ও কাতার সোজা করা উভয়ই সুন্নাত। তবে কথা হলো সুন্নাতদ্বয় আদায়ের নিয়ম বা তারতীব কিরূপ? কোনটা আগে, কোনটা পরে? এ ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম ও আইম্মায়ে মুজাতাহিদীন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুমের আমল কি রকম ছিল? তার বিপরীত করা যাবে কিনা? কেউ মনগড়া ইচ্ছা মোতাবেক করলে তা সুন্নাত হবে নাকি বেদআত হবে? এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কী? উত্তর হলো– এই মাসআলায় রাসূল সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর স্বীয় আমল ও শিক্ষা, সাহাবায়ে কেরাম রাদ্বিআল্লাহু তা'আলা আনহুমের আমল এবং সকল ইমামগণের মাজহাব হলো ফরয নামাজের জামাতের পূর্বে প্রথমে ইকামত বলা, ইকামত চলাকালীন সময়ে দাঁড়ানো, তারপর কাতার সোজা করা। এটাই সুন্নাত পদ্ধতি। আর সুন্নাতের বিপরীতটাই হলো বেদআত, যা পরিত্যাজ্য। জামাতের সাথে নামাজ আদায়ের জন্য আগে ইকামত তারপর দাঁড়ানো ও এরপর কাতার সোজা করণের এই তারতীবের উপর বিশুদ্ধ হাদীস গ্রন্থসমূহে অসংখ্যা বর্ণনা বা রেওয়ায়ত বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হাদিস শরীফ নিম্নে পেশ করা হলো।

হাদিস নং- ১

حَدَّثَنَا الْعَلَّامَةُ مُحَمَّدُ فَخْرُ الدِّيْنِ صَاحِبُ ابْنُ الْمُفْتِيْ شَفِيْعِ الرَّحْمٰنِ قَالَ حَدَّثَنَا شَيْخُنَا الْاَجَلُّ الْمُفْتِيْ الْوَلِيُّ السَّيِّدُ مَوْلَانَا مُحَمَّدُ عَمِيْمُ الْاِحْسَانِ الْمُجَدِّدِيُّ الْبَرْكَتِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلَانَا مُشْتَاقُ أَحْمَدُ الْكَانْفُوْرِيْ الْمَكِيْ قَالَ حَدَّثَنَا مَوْلَانَا عَبْدُ الْحَقْ الْاِلٰهٰ اٰبَادِيْ قَالَ حَدَّثَنَا شَاهْ عَبْدُ الْغَنِيْ الْمُجَدِّدِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ عَابِدُ السِّنْدِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ صَالِحُ الْفُلَّانِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابْنُ السُّنَّةَ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَحْمَدُ الْعَجَلِ قَالَ

حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَحْمَدُ النَّهْرَوَالِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ الْفُتُوْحُ الطَّاؤُسِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ بَابَا يُوْسُفُ الْهَرَوِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذْ بَخْتُ الْفَرْغَانِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ يَحْيٰي بْنُ عَمَّارِ الْخَتْلَانِيْ اَلْمُعَمَّرُ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفُ الْفَرَبْرِيْ قَالَ حَدَّثَنَا الشَّيْخُ أَمِيْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ الْحَدِيْثِ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ الْبُخَارِيُّ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ابْنُ أَبِيْ رَجَاءٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا زَائِدَةُ بْنُ قُدَامَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ، حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ، وَتَرَاصُّوا، فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ ظَهْرِي». (الصحيح البخاري: المجلد الاول، الصفحة ـ ١٠٠، الصحيح لمسلم : المجلد الاول، الصفحة ـ ٣٢٤، السنن للنسائي : المجلد الثاني، الصفحة ٩٢، المسند للامام احمد ابن حنبل: المجلد الثالث، الصفحة ٣٣٣، مشكوة المصابيح : الصفحة ٩٧-٩٨)

অনুবাদ : হযরত আনাছ বিন মালেক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন, নামাজের ইকামত হয়ে গেছে এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে সামনা সামনি ফিরে গেলেন এবং বললেন তোমাদের কাতারগুলো সোজা কর আর মিলে দাঁড়াও। অর্থাৎ কাতারের মাঝখানে ফাঁক রাখা ব্যতীত পরস্পর পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে দাঁড়াও। নিশ্চয় আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদেরকে দেখতে পাই।[৮]

হাদিস নং-২

حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْقَاسِمِ وَهُوَ الْجَدَلِيُّ حُسَيْنُ بْنُ الْحَارِثِ أَنَّهُ سَمِعَ

---

৮. বুখারী : আস্ সহীহ, باب إقبال الامام على الناس عند تسوية الصفوف, ৩/১৪৫, হাদিস নং : ৬৭৮; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২৭/৩২৬;

النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَقْبَلَ بِوَجْهِهِ عَلَى النَّاسِ، ثُمَّ قَالَ: «أَقِيمُوا صُفُوفَكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَوَاللهِ لَتُقِيمُنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَتَخْتَلِفَنَّ قُلُوبُكُمْ» فَرَأَيْتُ الرَّجُلَ مِنَّا يَلْزَقُ كَعْبَهُ بِكَعْبِ صَاحِبِهِ، وَرُكْبَتَهُ بِرُكْبَتِهِ وَمَنْكِبَهُ بِمَنْكِبِهِ، (الصحيح البخاري : المجلد الاول ، الصفحة ـ ١٠٠، السنن الدار قطني ـ المجلة الاول ـ الصفحه ـ ٢٢٥، المسند للامام احمد ابن حنبل: المجلد الرابع، الصفحة ـ ٣٧٥)

অনুবাদ : হযরত নুমান ইবনে বশীর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন নিশ্চয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে গেলেন অর্থাৎ স্বীয় নুরানী চেহারা মোবারক (আমাদের) লোকদের দিকে ফিরালেন। অত:পর বললেন তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। এ কথাটুকু তিন বার বললেন। খোদার কসম! তোমরা তোমাদের কাতার অবশ্যই পুরা করবে। তা নাহলে আল্লাহ তা'য়ালা তোমাদের মাঝে বিরোধ সৃষ্টি করে দিবেন। (রাবী বলেন) অত:পর আমি দেখলাম আমাদের লোকজন প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির পায়ের গোড়ালির সাথে পায়ের গোড়ালি, টাখনুর সাথে টাখনু এবং কাঁধের সাথে কাঁধ মিলায়ে দাঁড়াতেন।[৯]

ব্যাখ্যা : পবিত্র হাদীসের বাণী– أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَأَقْبَلَ الخ অর্থাৎ নামাজের ইকামত বলা হয়েছে, অত:পর সাথে সাথে রাসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের দিকে চেহারা মোবারক ফিরায়ে কাতার সোজা করার জন্য বলেছেন। এ বাক্যে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী (উসুল) নিয়ম হল فَأَقْبَلَ শব্দে যে فاء বর্ণ আছে তা تَرْتِيبُ بِلَا تَرَاخِي তথা একটা কাজ শেষ করার সাথে সাথে কোনরূপ দেরী না করে অন্য আরেকটা কাজ করার অর্থ বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

সুতরাং হাদীসে পাকের ইবারত দ্বারা সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, আগে ইকামত বলা হয়েছে তার পরপরই কাতার সোজা করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ ইকামত আগে

[৯]. বুখারী : আস্ সহীহ, باب إقبال الإمام على الناس..., ১/১০০; দারে কুতনী : আস্ সুনান, ১/২২৫, হাদিস : ১০৮০; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪র্থ খন্ড, পৃ. ৩৭৫;

এবং কাতার সোজা করা পরে। এটাই হলো হাদীস শরীফের মূল ভাষ্য। ফলে আগে কাতার সোজা করতে বলা কিংবা দাঁড়াতে বলা তারপর ইকামত শুরু করা এই নিয়মটা সুস্পষ্ট সহীহ হাদীসের খেলাফ বা বিপরীত এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আমল ও তালীমের বিরুদ্ধাচরণ যা কোন মতেই শরীয়ত সম্মত নয়; বরং শরীয়ত সম্মত ও গ্রহণযোগ্য মত হলো ইকামত চলাকালীন সময় বা ইকামত বলার পর কাতার সোজা করা। এ ব্যাপারে খোদ ইমাম বুখারী রাহমাতুল্লাইহি আলাইহি স্বীয় কিতাব সহীহ বুখারী শরীফের ১ম খন্ডের ১০০ পৃষ্ঠায় স্বতন্ত্র একটা باب বা অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন। আর তা হলো–

بَابُ تَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ عِنْدَ الْإِقَامَةِ وَبَعْدَهَا (اَلصَّحِيْحُ الْبُخَارِيُّ : اَلْمُجَلَّدُ الْاَوَّلُ، صَفْحَةُ : ١٠٠، فَتْحُ الْبَارِيْ صَفْحَةُ : ٤٤٢، اَلْجِلْدُ الثَّانِيُّ).

অর্থ: অনুচ্ছেদ- "ইকামতের সময় এবং এর পরে কাতার সোজা করা প্রসঙ্গে"। فَتْحُ الْبَارِيْ এর ভূমিকাতে উল্লেখ রয়েছে– فِقْهُ الْبُخَارِيِّ فِيْ تَرَاجُمِهِ এ থেকে বুঝা যায় যে, হাদীসের আলোকে ও ইমাম বুখারীর মতানুযায়ী ইকামত আগে, তারপরই কাতার সোজা করা।

হাদিস নং-৩

حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ أَبِي صُغَيْرَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ، قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّي صُفُوفَنَا إِذَا قُمْنَا لِلصَّلَاةِ فَإِذَا اسْتَوَيْنَا كَبَّرَ» (السنن : لأبي داؤد ـ المجلد الاول، ألصفحة : ٩٧، مشكوة المصابيح : الصفحة ـ ٩٨)

অনুবাদ: হযরত নু'মান ইবনে বশীর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন- যখন আমরা নামাজের জন্য দাঁড়াতাম তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতার সোজা করতেন। কাতার পুরাপুরি সোজা হয়ে গেলেই তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।[১০]

[১০]. আবূ দাউদ : আস্ সুনান, باب تسوية الصفوف, ১/২৫৭, হাদিস : ৬৬৫; তাবরিযী : মিশকাতুল মাসবীহ, পৃ. ৯৮,

হাদিস নং-৪

حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ أَقِيْمُوْا صُفُوْفَكُمْ وَأَلْزِمُوْا عَوَاتِقَكُمْ وَلَاتَدَعُوْا خَلَلًا فَيَتَخَلَّلَكُمْ الشَّيْطَانُ كَمَا يَتَخَلَّلُ أَوْلَادُ الْحَذْفِ. (مسند الامام زيد : الصفحة ـ ١٠٤، هو من أولاد الرسول صلي الله عليه وسلم)

অনুবাদ : আওলাদে রাসূল হযরত যায়েদ ইবনে আলী (জয়নুল আবেদীন) ইবনে হোসাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ইবনে আলী কররামাল্লাহু ওয়াজহাহুর সূত্রে হাদীস বর্ণনা করেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান যখন তোমরা নামাজে দাঁড়াবে তখন তোমাদের কাতার সোজা করবে ও কাঁধে কাঁধ মিলায়ে দাঁড়াবে এবং কাতারের মাঝখানে ফাঁক রাখবে না। কেননা, কাতারের মাঝখানে ফাঁকা বা খালি জায়গা থাকলে সেখানে ভেড়ার বাচ্চার মত শয়তান প্রবেশ করবে।[১১]

প্রথম ও দ্বিতীয় হাদীস শরীফ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, প্রথমে ইকামত বলা তারপরই দাঁড়ানো অত:পর কাতার সোজা করন এবং কাতার পরিপূর্ণ করা আর তৃতীয় হাদীস দ্বারা বুঝা যায় যে, কাতার সোজা করার পরই তাকবীর তাহরীমা বলা, তবে এই হাদীসে ইকামতের উল্লেখ করা হয়নি। আর চতুর্থ হাদীসে কাতারের মধ্যখানে ফাঁক রাখা ব্যতীত দাঁড়ানোর তাকীদ রয়েছে। এই ধারাবাহিক নিয়মটা হলো সুন্নাত তরীকা, যা সহীহ হাদীস দ্বারা সুপ্রমানিত। এমনকি এ পদ্ধতিটা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরাম (রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম) এর আমলও। এর ব্যতিক্রম বা বিপরীত করাটা সুন্নাতের খেলাফ তথা বিদআতে সাইয়্যিআহ। সুতরাং ইকামত বলার আগে দাঁড়ানো বা দাঁড়াতে বলা মাকরূহ এবং বেদআত।

হাদিস নং- ৫

أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ أَبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَبِي عَامِرٍ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يَقُولُ فِي خُطْبَتِهِ ... إِذَا خَطَبَ: إِذَا قَامَ الإِمَامُ أَنْ يَخْطُبَ يَوْمَ

[১১]. ইমাম যায়দ : আল মুসনাদ, পৃ. ১০৪;

الْجُمُعَةِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا، فَإِنَّ لِلْمُنْصِتِ الَّذِي لاَ يَسْمَعُ مِنَ الْحَظِّ، مِثْلَ مَا لِلسَّامِعِ، فَإِذَا قَامَتِ الصَّلاَةُ فَاعْتَدِلُوا الصُّفُوْفَ، وَحَاذُوا بِالْمَنَاكِبِ، فَإِنَّ اعْتِدَالَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ، ثُمَّ لاَ يُكَبِّرُ عُثْمَانُ حَتَّى يَأْتِيَهُ رِجَالٌ قَدْ وَكَّلَهُمْ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ، فَيُخْبِرُونَهُ بِأَنْ قَدِ اسْتَوَتْ، فَيُكَبِّرُ. (مسند الامام الشافعي : الجلد الاول ـ الصفحه ـ ١٥٣، البيهقي الشريف : المجلد الرابع ، الصفحه ـ ٤٧٣)

অর্থাৎ আমীরুল মুমিনীন হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু খোৎবা প্রদান কালে বলতেন, জুমার দিন যখন ইমাম/খতীব সাহেব খোতবা দেন তখন তোমরা গভীর মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর এবং চুপ থাক। কেননা, যে ব্যক্তি কানে খোতবার শব্দ না শুনলেও চুপ করে নিরবতা পালন করে সে খোতবা শ্রবণকারীর সমতুল্য সওয়াব পাবে। আর যখন সালাতের ইকামত বলা হবে তখন তোমরা কাঁধে কাঁধ মিলায়ে কাতার সোজা করবে। নিশ্চয় কাতার সোজা করা সালাতের পরিপূর্ণতার অংশ। কাতার সোজা করার কাজে নিয়োজিত ব্যক্তিগণ এসে যতক্ষণ পর্যন্ত কাতার সোজা হয়েছে মর্মে খবর অবহিত করতেন না ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না। অত:পর যখনই হযরত ওসমান (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) কে জানানো হত যে, কাতার সোজা হয়েছে তখন তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।[১২]

হাদিস নং- ৬

حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ؛ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْمُرُ بِتَسْوِيَةِ الصُّفُوفِ. فَإِذَا جَاؤُوهُ فَأَخْبَرُوهُ أَنْ قَدِ اسْتَوَتْ كَبَّرَ. اَلْمُوَطَّاءُ لِلْإِمَامِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ أَبُوْ عِيْسَى التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثُ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ مِنْ تَمَامِ الصَّلاَةِ إِقَامَةُ الصُّفُوْفِ. وَرُوِيَ عَنْ

[১২]. ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, باب الانصات يوم الجمعة, ১/১৭০; ইমাম শাফেয়ী : আল মুসনাদ, ومن كتاب إيجاب الجمعة, পৃ. ১৫৩, হাদিস : ৪৩০; বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, باب الانصات للخطبة وإن لم, ৩/২২০;

عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يُوَكِّلُ رِجَالاً بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ فَلاَ يُكَبِّرُ حَتَّى يُخْبَرَ أَنَّ الصُّفُوفَ قَدِ اسْتَوَتْ. وَرُوِىَ عَنْ عَلِيٍّ وَعُثْمَانَ أَنَّهُمَا كَانَا يَتَعَاهَدَانِ ذَلِكَ وَيَقُولاَنِ اسْتَوُوا. وَكَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ تَقَدَّمْ يَا فُلاَنُ تَأَخَّرْ يَا فُلاَنُ. (سنن الترمذي، صفحه ٤٣٩- الجلد الاوّل)،

অনুবাদঃ হযরত নাফে রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন, আমিরুল মুমিনীন হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নামাজে কাতার সোজা করার জন্য নির্দেশ দিতেন। আর যখনই কাতার সোজা করা হয়েছে মর্মে খবর নিয়ে আসত তখনই তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন।[১৩] হযরত ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, হযরত নু'মান বিন বশীর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এর হাদীস, হাদীসে হাসান ও সহীহ। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, কাতার সোজা করা নামাজের পূর্ণতার অংশ।[১৪]

আর হযরত ওমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি সালাতের কাতার সোজা করার জন্য কতগুলো লোক নিয়োগ দিতেন। তারা যতক্ষণ পর্যন্ত কাতার সোজা হয়েছে মর্মে অবহিত করতেন না, ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি তাকবীরে তাহরীমা বলতেন না। (অনুরূপ ভাবে) হযরত ওসমান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এবং হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুও কাতার সোজা করার ব্যাপারে গভীর পর্যবেক্ষন ও তদারকি করতেন এবং বলতেন- তোমরা কাতার সোজা কর। এমনকি যারা আগে-পিছে হয়ে দাঁড়াতেন তাদেরকে হযরত আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) এটাও বলতেন যে, হে অমুক! তুমি একটু সামনে অগ্রসর হও। হে অমুক! তুমি একটু পেছনে যাও।[১৫]

সম্মানিত পাঠক! ৫নং ও ৬নং হাদীস শরীফ দ্বারা সাহাবায়ে কেরামের যুগে তাঁদের আমল প্রমাণ করে যে, ইকামত বলার পর কাতার সোজা করে

---

১৩. ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, باب ما جاء في تسوية الصفوف, ১/১৫৮; আবদুর রায্যাক : আল মুসান্নাফ, باب الصفوف, ২/৪৭; বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, باب لا يكبر الامام حتي يأمر بتسوية الصفوف, ২/৩৪;

১৪. আবদুর রায্যাক : আল মুসন্নাফ, باب الصفوف, ২/৪৪; আবূ শায়বা : আল মুসান্নাফ, باب ما قالوا في إقامة الصف, ১/৩০৯; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/৩২২;

১৫. তিরমিযী : আস্ সুনান, باب ما جاء في إقامة الصفوف, ১/৩৯৬;

তারপরই তাকবীরে তাহরীমা বলতেন। আর কাতার সোজা করা এটা এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে ইসলামের দ্বিতীয়, তৃতীয় ও ৪র্থ খলীফা যথাক্রমে হযরত উমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর যুগে কাতার সোজা করার জন্য বিশেষ কিছু লোকও নিয়োগ দান করা হত, যারা কাতার সোজা হওয়ার খোঁজ খবর দিতেন। ওনারা এই কাতার সোজা করার কাজটা করতেন ইকামত বলার পর। ইকামত বলার আগে নয়। সুতরাং ইকামতের আগে কাতার সোজা করতে বলা হাদীস শরীফ ও সকল সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম-এর আমলের খেলাফ, যা বিদআতে সাইয়্যিআহ এর অন্তর্ভূক্ত।

উপরোক্ত হাদীস সমূহ দ্বারা একথাই প্রমাণিত হল যে, প্রথমে ইকামত, তারপর দাঁড়ানো, অত:পর কাতার সোজা করা ও এরপর তাকবীরে তাহরীমা বলে সালাতের নিয়্যত করা। অনেকে বলে থাকেন ইকামত বলার পর তাকবীরে তাহরীমা বলা পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়ে দেরী করা ঠিক নয়।

এখন কথা হলো কাতার সোজা করার পর তাকবীরে তাহরীমা বলে নামাজের নিয়্যাত করতে হবে। তাই ইকামত বলার পর তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে কোন কারণ বশত: কিছুক্ষন দেরী করা যাবে কিনা? এ সময় দেরী করলে সেটা নিন্দনীয় কাজ হবে কিনা? এ ব্যাপারে হাদীসের বাণী নিম্নে পেশ করলাম।

হাদিস নং-৭

حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ وَقَدْ أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، وَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ، حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ انْتَظَرْنَا أَنْ يُكَبِّرَ، انْصَرَفَ، قَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمْ» فَمَكَثْنَا عَلَى هَيْئَتِنَا، حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً، وَقَدِ اغْتَسَلَ، (الصحيح البخاري : المجلد الاول- الصفحه- ٨٩)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আপন হুজরা শরীফ থেকে নামাজের জন্য বের হলেন। এদিকে সালাতের ইকামত দেওয়া হয়েছে এবং কাতার সোজা করে নেওয়া হয়েছে। এমনকি তিনি মুসল্লায় (জায়নামাজে)

দাঁড়ালেন, আমরা তাকবীরে তাহরীমার জন্য অপেক্ষা করছি, এমন সময় তিনি ফিরে গেলেন এবং বলে গেলেন তোমরা নিজ নিজ স্থলে অপেক্ষা কর। আমরা নিজ নিজ অবস্থায় অপেক্ষা করতে রইলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি তাশরীফ নিয়ে আসলেন, তাঁর মাথা মুবারক থেকে পানি টপকে পড়ছিল এবং তিনি গোসল করে এসেছিলেন।[১৬]

হাদিস নং-৮

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، قَالَ: حَدَّثَنَا الأَوْزَاعِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَسَوَّى النَّاسُ صُفُوفَهُمْ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَتَقَدَّمَ، وَهُوَ جُنُبٌ، ثُمَّ قَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمْ» فَرَجَعَ فَاغْتَسَلَ، ثُمَّ خَرَجَ وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَصَلَّى بِهِمْ، (الصحيح البخاري : المجلد الاول ـ الصفحه ـ ٨٩)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- (একবার) সালাতের ইকামত হয়ে গেছে লোকেরা তাদের কাতার সোজা করে নিয়েছে। ইত্যবসরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বেরিয়ে আসলেন এবং সামনে এগিয়ে গেলেন, তখন তার উপর গোসল ফরয ছিল। তিনি বললেনঃ তোমরা নিজ নিজ জায়গায় অপেক্ষা কর। তারপর তিনি ফিরে গেলেন এবং গোসল করলেন তারপর ফিরে আসলেন। তখনও তাঁর মাথা মোবারক থেকে পানি টপ টপ করে পড়ছিল। এরপর সবাইকে নিয়ে নামাজ আদায় করলেন।[১৭]

হাদিস নং-৯

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَقُمْنَا فَعُدِّلَتِ الصُّفُوفُ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ

---

১৬. বুখারী : আস্ সহীহ, باب هل يخرج من المسجد لعلة؟ ১/৮৯, হাদিস : ৬৩৯; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ২/৫১৮; আবূ আওয়ানা : আল মুসনাদ, ১/৩৭১, হাদিস : ১৩৪৩;

১৭. বুখারী : আস্ সহীহ, باب إذا قال الامام : مكانكم حتى رجع ১/৮৯;

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا قَامَ فِي مُصَلَّاهُ قَبْلَ أَنْ يُكَبِّرَ فَانْصَرَفَ، فَقَالَ لَنَا: «مَكَانَكُمْ» ، فَلَمْ نَزَلْ قِيَامًا نَنْظُرُهُ حَتَّى خَرَجَ إِلَيْنَا قَدِ اغْتَسَلَ يَنْطِفُ رَأْسُهُ مَاءً فَكَبَّرَ فَصَلَّى، (الصحيح لمسلم : الصفحه ـ ٢٢٠، السنن للنسائي : المجلد الثاني ـ الصفحه ـ ٨٩)

অনুবাদঃ হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বর্ণনা করেন যে, (একদা) নামাজের ইকামত বলা হয়েছে। সাথে সাথে আমরা দাঁড়িয়ে গেলাম। আর রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট তাশরীফ আনার আগেই কাতার সোজা করা হয়েছে। তারপর রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট আসলেন। এমনকি তিনি জায়নামাজে দাঁড়িয়ে গেলেন। তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বক্ষণে তিনি চলে গেলেন এবং তিনি বলে গেলেন যে, তোমরা আপন আপন জায়গায় স্থিত থাক। আমরা তাঁর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েই রইলাম। অবশেষে তিনি গোসল শেষ করে আমাদের নিকট ফিরে আসলেন। তখনও তার মাথা মোবারক থেকে পানির ফোটা টপকে পড়ছিল। অত:পর তাকবীরে তাহরীমা বললেন এবং নামাজ পড়ালেন।[১৮]

হাদিস নং- ১০

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلاَةُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَاجِي رَجُلًا فِي جَانِبِ المَسْجِدِ، فَمَا قَامَ إِلَى الصَّلاَةِ حَتَّى نَامَ القَوْمُ» (الصحيح البخاري : المجلد الاول ـ الصفحه ـ ٨٩، باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة)

অনুবাদঃ হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন- সালাতের ইকামত হয়ে গেছে তখনও নবীজী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদের এক পাশে এক ব্যক্তির সাথে একান্তে কথা বলছিলেন, অবশেষে যখন লোকদের ঘুম আসছিল তখন তিনি নামাজে দাঁড়ালেন।[১৯]

---

১৮. নাসায়ী : আস্ সুনান, باب إقامة الصفوف قبل خروج الامام ১/৪৩০; মুসলিম : আস্ সহীহ, পৃ. ২১০;

১৯. বুখারী : আস্ সহীহ, باب الامام تعرض له الحاجة بعد الاقامة ১/১৩০; বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, ২/৩৫;

হাদিস নং-১১

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: «أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، وَرَجُلٌ يُنَاجِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَا زَالَ يُنَاجِيهِ حَتَّى نَامَ أَصْحَابُهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى» . (المسند لامام احمد ابن حنبل - الجزء الثالث - الصفحه - ١٦٣)

অনুবাদঃ হযরত আনাস রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নামাজের ইকামত বলা হয়েছে। একজন ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সহিত আলোচনায় রত আছেন। এমনকি তাঁদের একান্ত আলাপ এত দীর্ঘ হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামগণের ঘুম এসে গেল। অত:পর তিনি দাঁড়ালেন এবং নামাজ আদায় করলেন।[২০]

উপরোল্লেখিত হাদীস সমূহ বিশেষ করে ৭, ৮, ৯, ১০ ও ১১ নং হাদীস শরীফ থেকে কয়েকটি বিষয় আমাদের নিকট সু-স্পষ্ট হলো যে–

১। আগে নামাজের জন্য ইকামত বলা হল, তারপর কাতার সোজা করা হল।

২। সাহাবায়ে কেরাম ইকামত বলার পরই দাঁড়ালেন।

৩। সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়িয়ে অপেক্ষায় রইলেন আর রাসূলুল্লাহ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গোসল করতে গিয়ে গোসল শেষ করে তারপর এসে নামাজ পড়ালেন।

৪। ইকামত বলার পরও জনৈক সাহাবীর সাথে প্রয়োজনীয় আলাপে রত রইলেন এমন কি তা এত দীর্ঘ হল যে, বাকী উপস্থিত সাহাবাগণ নিদ্রাতুর হলেন। অথচ আমাদের এই উপদেশের কতিপয় মুফতী সাহেবগণ এর ধারণা যে, ইকামত বলার সময় حَيَّ عَلَـي الـصَّلَاةِ বলার আগে দাঁড়ানো মাকরূহ নয় বরং জায়েজ এবং ইকামত বলার পর

২০. বুখারী : আস্ সহীহ, باب طول السحوي, ৮/৬৫; মুসলিম : আস্ সহীহ, باب الدليل علـي ان نـوم الجالس لا ينقض, ১/২৮৪; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৩/১৬৩, হাদিস : ১২২৯৯; ইবনে জু'দ : আল মুসনাদ, ১/২১৮

বেশীক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকা مَـذْمُوْمٌ বা নিন্দনীয় কাজ। অর্থাৎ মুয়াজ্জিন ইকামত বলার পর তাকবীরে তাহরীমা বলার আগে মধ্যবর্তী সময়ে বেশীক্ষণ দেরী করা নিন্দনীয়। তাদের যুক্তি হলো ইকামত বলার পর যদি تَسْوِيَةُ الـصُّفُوْف বা কাতার সোজা করার কাজ করতে যায়- তাহলে কিছুক্ষণ সময় অতিরিক্ত লাগে এবং দেরী হয়ে যায়। আর দেরী না করে ইমাম সাহেব তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা নিয়্যত বাঁধলে কাতারে নাকি বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, যা উচিৎ নয়। কেননা ইকামত বলার পর কোনরূপ বিলম্ব না করে তাকবীরে তাহরীমা বলতে হবে। আর অনেকে বলে থাকেন কাতার সোজা করা ওয়াজিব আর হাইয়্যা আলাস-সালাহ বলার পরে দাঁড়ানো মুস্তাহাব। সুতরাং মুস্তাহাবের চেয়ে ওয়াজিব পালনটাই বড়। সেই যুক্তি দেখিয়ে কতিপয় আলেম মনগড়াভাবে ইকামতের আগে কিংবা হাইয়া আলাস সালাত বলার আগে দাঁড়ানোকে জায়েয এবং উত্তম মনে করেন যা কোন কিতাবে নাই। তাদের দৃষ্টিতে মুস্তাহাব পালন করতে গেলে নাকি ওয়াজিব তরক হয়ে যায়।

তার উত্তর হলো–

প্রথমত : জেনে রাখতে হবে যুক্তি বা কিয়াস তখনই কার্যকর হবে, যখন কুরআন শরীফ বা হাদীস শরীফে এ ব্যাপারে সুস্পষ্ট কোন বিধান না থাকে। সু-স্পষ্ট দলীল থাকলে কিয়াস বা যুক্তি পরিত্যাজ্য বা অগ্রহণযোগ্য।

দ্বিতীয়ত : মুস্তাহাব কে ছোট বা খাটো করা যাবেনা আর এ ক্ষেত্রে মুস্তাহাব পালন করতে গেলে ওয়াজিব তরক হবে না, বরং মুস্তাহাব ও ওয়াজিব উভয়টাই ভাল ভাবে আদায় করা সম্ভব হবে। আর মুস্তাহাব তথা حَيَّ عَلَي الـصَّلٰوةِ বলার পর দাঁড়ানো এবং কাতার সোজা করা তথা সুন্নাত আদায় করতে যদি একটু সামান্য দেরীও হয় তাতে অপরাধ কিসের? বরং সু-স্পষ্ট সহীহ হাদীসে দেখা যায়- (৭, ৮, ৯ ও ১০ নং হাদীস দ্রষ্টব্য) খোদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় এরূপ ইকামত বলার পর তাকবীরে তাহরীমা বলার আগে দেরী করা হয়েছে। আবার ৫নং ও ৬নং হাদীস দ্বারা বুঝা যায় ইসলামের সোনালী যুগ তথা সাহাবায়ে কেরামের জামানায় খলীফাতুল

মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন যথাক্রমে হযরত উমর ফারুক-এ আজম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হযরত ওসমান যুন-নুরাইন রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু ও শেরে খোদা হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুর খেলাফত কালে কাতার সোজা করার ব্যাপারে গভীর পর্যবেক্ষণ ও তদারকী করতেন। এমনকি এ কাজের জন্য স্পেশাল কিছু লোকও নিয়োগ দিতেন। যারা ইকামত বলার পর কাতার সোজা হয়েছে কিনা তা যাচাই করতেন। আর তাঁরা যাচাই করার পর যখন খবর পৌছাতেন যে, কাতার সোজা হয়েছে, তখনই ইমামুল মুসলিমীনগণ (রাদিআল্লাহু আনহুম) তকবীরে তাহরীমা বলতেন।

উল্লেখ্য যে সেই যুগে কাতার সোজা করার জন্য সু-নির্দিষ্ট কোন দাগ বা রেখা চিহ্নিত ছিল না। আর এ কাজটা করতে যদি দেরী করাটা অপরাধ হতো তাহলে হযরত উমর, হযরত ওসমান ও হযরত আলী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু করতেন না। যেই কাজ প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবাগণ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু করেছেন তা আমাদের জন্য শরীয়ত। সুতরাং ইকামত বলার পর কাতার সোজা করার জন্য দেরী করা এটাও ইবাদত এর শামিল। দেরী হওয়ার কিংবা শৃংখলা নষ্ট হওয়ার খোঁড়া অজুহাত দেখিয়ে মাকরূহ প্রথা চালু করা এটা মারাত্মক অপরাধ এবং বিভ্রান্তিকর।

তৃতীয়ত : ইকামত বলার পর তাকবীরে তাহরীমা বলার আগে মধ্যবর্তী সময়ে যদি দুনিয়াবী (পার্থিব) কোন কাজের দরুন দেরী করে তবে তা নিন্দনীয় হবে। এ সময়ে অযথা দুনিয়াবী কোন কথা বা কাজের দরুন দেরী করা যাবে না। আর কাতার সোজা করা এটা তো নামাজের পরিপূর্ণতার জন্য একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ, যাকে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম مِنْ تَمَامِ الصَّلٰوةِ অর্থাৎ "কাতার সোজা করা নামাজের পূর্ণতার অংশ" বলে অভিহিত করেছেন। ফলে ইকামত বলার পর তাকবীরে তাহরীমার আগে কাতার সোজা করার জন্য দেরী করা দোষের কাজ নয় বরং সেটাও উত্তম কাজ। উল্লেখ্য যে, এ সময় যদি শরীয়ত প্রণেতা, মুখতারে কুল নবী, মহান আল্লাহর প্রিয় হাবীব, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের একটা ব্যক্তিগত কাজও করেন কিংবা কোন কাজ ব্যতীত এমনিতেও দেরী করেন তাও আমাদের জন্য উত্তম ও শরীয়ত। কারণ তিনি অতীব

পুত: পবিত্র, অসীম মর্যাদার অধিকারী, সুমহান চরিত্রবান ও অতীব প্রশংসিত। প্রিয় রসূলের প্রতিটি বিষয় আমাদের জন্য অনুকরণীয়, অনুসরণীয় ও বরণীয়।

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ফরমান এবং আমালে সাহাবী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু মোতাবেক ফয়সালা হলো, আগে ইকামত বলা তারপর হাইয়্যা আলাস সালাত বা হাইয়্যা আলাল ফালাহ এর সময় দাঁড়ানো, এরপর কাতার সোজা হয়ে গেলে তাকবীরে তাহরীমা বলে নিয়্যাত করা। এটাই সুন্নাত তরীকা। সুতরাং ইকামতের আগে দন্ডায়মান হওয়া কিংবা দাঁড়াতে বলা সুন্নাত এর বিপরীত। অপরদিকে ইকামত বলার পর দেরী করা যদি مَذْمُوْمٌ বা নিন্দনীয় কাজ হয় তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইকামত বলার পর সাহাবাগণকে (রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম) দ-ায়মান অবস্থায় রেখে গোসল করতে গিয়ে গোসল সেরে ফিরে আসা কি দু'এক মিনিটের কাজ বা অল্পক্ষণের ব্যাপার?

আর ১০ ও ১১ নং হাদীস অনুযায়ী রাসূলুল্লাহর সহিত জনৈক ব্যক্তির আলোচনার দরুন বাকী উপস্থিত সাহাবাদের ঘুম চলে আসা কি বেশীক্ষণ বা দীর্ঘ হওয়াকে বুঝায় না? এ সব তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কৃত কাজ। আর যে কাজটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম করেছেন তা কি নিন্দনীয় কাজ? শরীয়ত প্রণেতা হযরত রসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কৃত কাজকে যদি নিন্দনীয় কাজ বলা হয় তা হলে পক্ষান্তরে এটা কি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নিন্দা করার শামিল নয়? কোন ব্যক্তি মুখে ঈমানদার দাবী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় তিনি করেছেন এমন একটা কাজকে নিন্দনীয় বলাটা কি মুমিনের পরিচয়? আর যে ব্যক্তি/ মুফতি কুরআন হাদীস পড়ে সু-স্পষ্ট সহীহ হাদীসের অপব্যাখ্যা করে মনগড়া ফতোয়াবাজী করে, এবং হানাফী মাজহাবের নির্ভরযোগ্য সকল কিতাবে মাকরূহ বলে লিখিত বিষয়কে মাকরূহ নয় বলে; এমনকি তাদের কিছু কিছু মসজিদে সুন্নাত পদ্ধতির বিপরীত মনগড়া একটা নিকৃষ্ট বেদআত পদ্ধতি চালু করে তা মুসলিম উম্মাহর ধ্বংসের ও মতানৈক্য সৃষ্টির সুগভীর ষড়যন্ত্র এবং হীন পাঁয়তারা নয় কি? এ ধরনের অপব্যাখ্যাকারী মুফতিদের সংস্পর্শ থেকে সহজ- সরল সাধারণ মুসলমানদের দূরে থাকা উচিত কারণ এ সকল ব্যক্তি জাতির জন্য বরণীয় নয় বরং তারা বর্জনীয়। 'ওয়াল্লাহু মুওয়াফ্‌ফিকু ওয়াল মু'য়ীনু' وَاللهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِيْنُ।

ইকামতের সময় দাঁড়ানোর ব্যাপারে চার মাজহাবের ইমামের মতামত

- সর্বশ্রেষ্ঠ ইমাম, ইমাম-এ আজম হযরত আবু হানীফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহির অভিমত হলো, মুয়াজ্জিন যখন حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ কিংবা حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবেন তখনই মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন, তার আগে দাঁড়াবেন না।
- হযরত ইমাম শাফেঈ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতামত হলো, মুয়াজ্জিন সাহেব ইকামত শেষ করার পর মুসল্লীগণ নামাজের জন্য দাঁড়াবেন।
- হযরত ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাজহাব হলো, মুয়াজ্জিন যখন ইকামত বলা শুরু করবেন তখনই ইকামতের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসল্লীগণ দ-ায়মান হবেন।
- হযরত ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, মুয়াজ্জিন ইকামত শুরু করার পর যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ পর্যন্ত পৌঁছবেন তখনই মুসল্লীগণকে নামাজের জন্য দাঁড়াতে হবে।

বি:দ্রঃ মুসল্লী বা নামাজী যে মাজহাবের হয় সেই মাজহাবের ইমামের মতানুযায়ী নামাজে দাঁড়াতে হবে। এর বাইরে নিজের ইচ্ছামত কোন কাজ করা যাবে না। কেননা তাকলীদ বা মাজহাবের ইমামকে মানা এবং অনুসরণ করা প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ওয়াজিব। আর সঠিক মাজহাব হলো চারটি। উল্লেখ্য যে, সহীহ ও গ্রহণযোগ্য চার মাজহাবের কোন ইমামের নিকট ইকামত বলার আগে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোন মতামত নাই; বরং ইকামতের প্রাথমিক পর্যায়ে, মধ্যভাগে এবং সর্ব শেষে দাঁড়ানোর জন্য বলা হয়েছে। প্রত্যেক মাজহাবের ইমামের মতামতের পক্ষে অসংখ্য দলীল আছে, কলেবর দীর্ঘ হয়ে যাওয়ার আশংকায় উল্লেখ করছিনা। বিস্তারিত ফিক্হ ও ফতোয়ার নির্ভরযোগ্য কিতাব সমূহ পড়ে দেখুন। আর আমরা যারা হানাফী মাজহাবের অনুসারী আমাদেরকে আমাদের সম্মানিত ইমাম- এ আজম (রহ.)'র মাজহাব অনুযায়ী চলতে হবে। আমাদের হানাফী মাজহাবে দাঁড়ানোর কয়েকটি সূরত বা ধরন রয়েছে। নিম্নে তা উল্লেখ করলাম।

সূরতসমূহ

১. ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং মুসল্লীগণ মসজিদের ভিতরে মওজুদ থাকলে মুয়াজ্জিন যখন 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত' (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) কিংবা 'হাইয়্যা

আলাল ফালাহ' (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) বলবেন তখনই দাঁড়াতে হবে। এর আগে দাঁড়ানো মাকরূহ।

২. মুয়াজ্জিন ও মুক্তাদী/ মুসল্লীগণ যদি মসজিদের ভিতরে থাকেন আর ইমাম সাহেব মসজিদের বাইরে থাকেন, এমতাবস্থায় ইমাম সাহেব মুসল্লীদের সামনের দিক থেকে আগমন করলে মুসল্লীরা যেই মাত্র ইমাম সাহেবকে দেখবেন সাথে সাথে দাঁড়িয়ে যাবেন। আর যদি ইমাম সাহেব পেছনের দিক থেকে আসেন তাহলে যে কাতার তিনি অতিক্রম করবেন ঐ কাতারের লোক দাঁড়িয়ে যাবেন। তখন 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত' (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) এর জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।
৩. কোন কারণে যদি ইমাম ও মুয়াজ্জিন একই ব্যক্তি হন অর্থাৎ যিনি ইকামত বলেছেন তিনি যদি ইমামতি করেন, তাহলে তার ইকামত বলা শেষ হলেই মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন।
৪. যদি মুয়াজ্জিন মসজিদের বাইরে থেকে ইকামত বলেন তখন তিনি মসজিদের ভিতরে প্রবেশ করার পর বাকিরা দ-ায়মান হবেন। (সার সংক্ষেপ)

উপরোল্লেখিত মাসআলার পক্ষে বিভিন্ন ফতোয়ার কিতাবের উদ্ধৃতি নিম্নরূপ:

(এক)

يَقُوْمُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلٰوةِ، وَفِيْ حَاشِيَةِ الْكِتَابِ: قَوْلُهُ: وَيَقُوْمُ الْإِمَامُ؛ أَيْ مِنْ مَوَاضِعِهِمْ إِلَى الصَّفِّ، وَفِيْهِ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَكْرَهُ لَهُ انْتِظَارُ الصَّلَاةِ قَائِماً بَلْ يَجْلِسُ فِيْ مَوْضِعٍ ثُمَّ يَقُوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، وَبِهِ صَرَّحَ فِيْ ﴿جَامِعِ الْمُضْمِرَاتِ﴾.

(شَرْحُ الْوِقَايَةِ مَعَ حَاشِيَةِ عُمْدَةُ الرِّعَايَةِ : المجلد الاول، الصفحه ـ ١٥٥)

অর্থাৎ: মুয়াজ্জিন ইকামত বলার সময় 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত' (حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ) বললে ইমাম ও মুক্তাদীগণ দন্ডায়মান হবে তথা স্বীয় জায়গা হতে কাতারের দিকে উঠে দাঁড়াবে। এতে এই ইঙ্গিতও রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে ফরজ নামাজের জামাতের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ; বরং তিনি বসে যাবেন। অত:পর মুয়াজ্জিন যখন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবেন তখনই দাঁড়াবেন।[২১]

---

[২১]. আবদুল হাই লাখনভী : উমদাতুর রিয়াইয়া বিতাহ্শিয়াতি শরহিল বেকায়া, ২/২৩৭; ওমদাতুর রিয়াইয়া ও শরহে বেহায়া, ১/১৫৫;

(দুই)

وَفِيْ دُرِّ الْمُخْتَارِ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَالْمُؤَذِّنُ يُقِيْمُ قَعَدَ إِلَىٰ قِيَامِ الْإِمَامِ فِيْ مُصَلَّاهُ، وَفِي الْفَتَاوٰي الشَّامِيِّ يَكْرَهُ لَهُ الْإِنْتِظَارُ قَائِمًا وَلٰكِنَّ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُوْمُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، (الفتاوي الشامي : المجلد الاول ـ الصفحه ـ ٤٠٠)

অর্থাৎ: মুয়াজ্জিন ইকামত প্রদানকালীন সময় কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলে তিনি স্ব-স্থানে বসে যাবেন এবং ইমাম সাহেব না দাঁড়ানো পর্যন্ত উঠবেন না। (দুররে মুখতার) মুয়াজ্জিন ইকামত বলার পূর্বে দাঁড়ানো তথা দন্ডায়মান অবস্থায় জামাতের অপেক্ষা করা মাকরূহ বরং তিনি বসে যাবেন। যখন মুয়াজ্জিন-حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবেন তখনই দাঁড়াবেন।[২২]

(তিন)

وَمِنَ الْأَدَبِ ﴿اَلْقِيَامُ﴾ أَيْ قِيَامُ الْقَوْمِ وَالْإِمَامِ إِنْ كَانَ حَاضِرًا بِقُرْبِ الْمِحْرَابِ حِيْنَ قِيْلَ أَيْ وَقْتَ قَوْلِ الْمُقِيْمِ ﴿حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ﴾ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِهِ فَيُجَابُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَاضِرًا يَقُوْمُ كُلُّ صَفٍّ حِيْنَ يَنْتَهِيْ إِلَيْهِ الْإِمَامُ فِي الْأَظْهَرِ، وَقَالَ الْحَسَنُ وَزُفَرُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ كَمَا فِيْ سَكْبِ الْأَنْهَرِ وَقَوْلُهُ لِأَنَّهُ أُمِرَ بِهِ فَيُجَابُ اَيْ لِاَنَّ الْمُقِيْمَ اَمَرَ بِالْقِيَامِ اَيْ ضَمْنَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ ، فَاِنَّ الْمُرَادَ بِفَلَاحِهِمْ الْمَطْلُوْبِ مِنْهُمْ حِيْنَئِذٍ الصَّلَاةُ فَيُبَادِرُ إِلَيْهَا بِالْقِيَامِ، قَوْلُهُ وَيَقُوْمُ كُلُّ صَفٍّ الخ وَفِيْ عِبَارَةٍ بَعْضِهِمْ فَكُلَّمَا جَاوَزَ صَفًّا قَامَ ذَالِكَ الصَفُّ، وَإِنْ دَخَلَ مِنْ قُدَّامِهِمْ قَامُوْا حِيْنَ رَأَوْهُ، وَإِذَا أَخَذَ الْمُؤَذِّنُ فِي الْإِقَامَةِ وَدَخَلَ رَجُلٌ الْمَسْجِدَ فَإِنَّهُ يَقْعُدُ وَلَا يَنْتَظِرُ قَائِمًا فَإِنَّهُ مَكْرُوْهٌ كَمَا فِي الْمُضْمِرَاتِ قُهُسْتَانِيْ، وَيُفْهَمُ مِنْهُ كَرَاهِيَةُ الْقِيَامِ إِبْتِدَاءَ الْإِقَامَةِ وَالنَّاسُ عَنْهُ غَافِلُوْنَ، (حَاشِيَةِ الْعَلَّامَةِ الطَّحْطَاوِيِّ عَلَىٰ مَرَاقِي الْفَلَاحِ شَرْحِ نُوْرِ الْإِيْضَاحِ الصفحة ـ ١٨٥)

[২২]. শামী : ফাতওয়ায়ে শামী, ১/৪০০;

ইকামত চলাকালীন যদি কোন ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করে আর মুয়াজ্জিন 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত' (حَيَّ عَلَى الصَّلَاة) পর্যন্ত পৌছেনি তখনও বসে যেতে হবে। এমতাবস্থায়ও দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ।

(চার)

إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ عِنْدَ الْإِقَامَةِ يُكْرَهُ لَهُ الِانْتِظَارُ قَائِمًا وَلَكِنْ يَقْعُدُ ثُمَّ يَقُومُ إِذَا بَلَغَ الْمُؤَذِّنُ قَوْلَهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ كَذَا فِي الْمُضْمَرَاتِ. إِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ غَيْرَ الْإِمَامِ وَكَانَ الْقَوْمُ مَعَ الْإِمَامِ فِي الْمَسْجِدِ فَإِنَّهُ يَقُومُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ عِنْدَ عُلَمَائِنَا الثَّلَاثَةِ وَهُوَ الصَّحِيحُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ الْإِمَامُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَإِنْ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قِبَلِ الصُّفُوفِ فَكُلَّمَا جَاوَزَ صَفًّا قَامَ ذَلِكَ الصَّفُّ وَإِلَيْهِ مَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ وَالسَّرَخْسِيُّ وَشَيْخُ الْإِسْلَامِ خواهر زاده وَإِنْ كَانَ الْإِمَامُ دَخَلَ الْمَسْجِدَ مِنْ قُدَّامِهِمْ يَقُومُونَ كُلَّمَا رَأَوْ الْإِمَامَ وَإِنْ كَانَ الْمُؤَذِّنُ وَالْإِمَامُ وَاحِدًا فَإِنْ أَقَامَ فِي الْمَسْجِدِ فَالْقَوْمُ لَا يَقُومُونَ مَا لَمْ يَفْرُغْ مِنْ الْإِقَامَةِ وَإِنْ أَقَامَ خَارِجَ الْمَسْجِدِ فَمَشَايِخُنَا اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُمْ لَا يَقُومُونَ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْإِمَامُ الْمَسْجِدَ، (الْفَتَاوٰي الْعَالمغِرِيَّةَ اَلْمُجَلَّدُ الْاَوَّلِ، الصفحه ـ ٥٧، بدائع الصنائع في ترتيت الشرائع للكاساني ـ المجلد الاول ـ الصفحه ـ ٢٠٠).

অর্থাৎ: যখন কোন ব্যক্তি ইকামতের সময় মসজিদে প্রবেশ করে তবে তার জন্য দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করা মাকরূহ। বরং বসে যাওয়াই বাঞ্চনীয়। তারপর মুয়াজ্জিন যখন (হাইয়্যা আলাল ফালাহ) حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলবেন তখনই দাঁড়াবেন। যদি মুয়াজ্জিন ইমাম ব্যতীত অন্য কেউ হয় এবং নামাজীরা ইমামের সাথে মসজিদে থাকেন, তবে মুয়াজ্জিন যে সময় একামতের মধ্যে হাইয়্যা আলাল ফালাহ্ বাক্যে পৌছবেন তখনই মুসল্লীগণ দাঁড়িয়ে যাবেন। এটা হানাফী মাজহাবের তিন ইমাম তথা ইমাম আবু হানিফা রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির ঐক্যমত এবং এটাই বিশুদ্ধ মত। আর যখন ইমাম সাহেব মসজিদের বাইরে থাকেন এবং কাতারের মধ্য দিয়ে

প্রবেশ করেন তখন যে কাতারের দিকে ইমাম সাহেব যাবেন অর্থাৎ যে কাতার ইমাম সাহেব অতিক্রম করবেন ঐ কাতারের লোক দাঁড়িয়ে যাবেন। এটা ফকীহ শামসুল আইম্মা হুলওয়ানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি, আল্লামা সারাখছী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি ও হযরত শায়খুল ইসলাম রাহমাতুল্লাহি আলাইহি প্রমুখের অভিমত। যদি ইমাম সাহেব মসজিদের সম্মুখ দিক দিয়ে আসেন তবে সকল মুসল্লী ইমাম সাহেবকে দেখা মাত্রই দাঁড়িয়ে যাবেন। আর যদি ইমাম ও মুয়াজ্জিন একই ব্যক্তি হন তবে তিনি যদি ইকামত মসজিদের ভিতরে বলেন, তবে যতক্ষণ তিনি ইকামত শেষ না করবেন ততক্ষণ নামাজীরা দাঁড়াবেন না। যদি তিনি ইকামত মসজিদের বাইরে বলেন, তবে আমাদের হানাফী মাজহাবের সম্মানিত মাশায়েখগণের সম্মিলিত মত হল যে, যতক্ষণ পর্যন্ত ইমাম মসজিদে প্রবেশ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন না।[২৩]

(পাঁচ)

وَالْقِيَامُ حِينَ قِيلَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، (كنز الدقائق: الصفحه - ٢٤)

قَالَ أَئِمَّتُنَا يَقُوْمُ الْإِمَامُ وَالْقَوْمُ عِنْدَ حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، (الْمِرْقَاةِ فِيْ شَرْحِ الْمِشْكٰوةِ: المجلد الثاني - الصفحه - ١٥٤)

অর্থাৎ: ইকামত চলাকালীন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ কিংবা حَيَّ عَلَى الصَّلَاة বলার সময় দাঁড়াবেন। তার আগে নয়।[২৪]

সুতরাং উপরোল্লেখিত হানাফী মাজহাবের গ্রহণযোগ্য ও কালোত্তীর্ণ ফতোয়ার কিতাব সমূহ এবং বিশুদ্ধ হাদীস শরীফ থেকে একথাই সুপ্রমাণিত হলো যে, ফিকাহ'র কিতাবে বর্ণিত সময়ের পূর্বে দাঁড়ানো শরীয়ত সম্মত নয়। প্রকৃত পক্ষে শরীয়ত সম্মত ও উপযুক্ত সময় হলো মুয়াজ্জিন حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ (হইয়্যা আলাল ফালাহ) বলার সময় দাঁড়ানো। এটাই মূলত: সলফে সালেহীনদের স্বীকৃত বিশুদ্ধ পন্থা। এর ব্যতিক্রম পদ্ধতি হল মাকরূহ।

---

২৩. নিযাম উদ্দন বলভী : ফাতওয়ায়ে হিন্দীয়া, ১/৫৭; আলমগীর : ফাতওয়ায়ে আলমগিরী, ১/৫; সানায়ী : বাদায়িউস সানায়ী, ১/২০০;

২৪. ফখরুদ্দীন জিলায়ী : তাবাইয়ানুল হাকাইক কান্যুদ্ দাকায়িক, ১/১০৮; ইবনে নজীম মিশরী : বাহরুর রায়িক শরহে কানযুয দাকায়িক, ১/৩২১; সারানবুলী : নুরুল ইযাহ..., ১/৫৯; কানযুদ দাকায়িক, পৃ. ২৪;

বর্তমান প্রেক্ষাপট

উল্লেখ্য যে, চলমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির যুগ। প্রাচীন যুগে ইবাদত পালন করতে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কষ্টকর ছিল। সূর্য দেখে নামাজের সময় নির্ণয় করতে হত। প্রথম ও শেষ সময় নির্ধারণ কষ্টসাধ্য ছিল। আবার ইসলামের প্রাথমিক যুগে দেখা যায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই হুজরা শরীফ থেকে মসজিদে তাশরীফ আনতেন তখনই নামাজের প্রস্তুতি শুরু হত। তখনকার সময় নামাজের প্রথম সময় ও শেষ সময়ের বিবেচনার তুলনায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনই ছিল মুখ্য বিষয়। হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উপস্থিতিই ছিল নামাজের সময়। কিন্তু বর্তমানে আমাদের দেশের মসজিদ সমূহে দেখা যায় আজান দেওয়ার জন্য মাইক আছে, কাতার সোজা রাখার জন্য মসজিদে দাগ কাটানো কিংবা টাইলস দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছে। জামাতের সময়সূচী দেওয়ালে লটকানো হয়েছে, লালবাতি জ্বালিয়ে জামাতের সময় নিকটবর্তী হয়েছে মর্মে সতর্ক করা হয়, সময় দেখার জন্য মসজিদের সম্মুখ ভাগে ঘড়ি দেওয়া থাকে। অধিকাংশ মসজিদে ইমাম সাহেব জামাত শুরু হওয়ার ৩/৪ মিনিট পূর্বে এসে মুসল্লায় উপস্থিত হন। মুসল্লীগণ বেশীর ভাগ শিক্ষিত ও সচেতন বিধায় ফরজের আগে সুন্নাত থাকলে তা আদায় করত: ফরজ নামাজের ইকামতের অপেক্ষায় থাকেন।

এত সহজ, সুন্দর ও মনোরম ব্যবস্থা থাকার পরও এই আধুনিক যুগে সহীহ্ হাদীস শরীফ ও নির্ভরযোগ্য ফতোয়ার কিতাবের সকল ইমামের ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত একটা সুন্নাত নিয়মকে মনগড়া একটা মাকরূহ প্রথা দ্বারা বাতিল/বাদ দেওয়ার কি প্রয়োজন রয়েছে? পরিশেষে সকল মুমিন ভাইদের প্রতি ঈমানী আহ্বান, আসুন! আমরা আমাদের ইবাদতকে শরীয়ত সম্মত সঠিক পন্থা ও সুন্নাত তরীকা মোতাবেক আদায় করি এবং মাকরূহ প্রথাকে পরিহার করি এবং গতানুগতিক মনগড়া পন্থাকে বর্জন করি। মহান আল্লাহপাক আমাদের সহীহ ইসলামী বুঝ দান করুন। আমীন॥

উল্লেখিত ফিকহী দলীলের সমর্থনে আরো কয়েকটি হাদিস শরীফ

(১ম হাদিস)

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ كَانَ بِلالٌ يُؤَذِّنُ إِذَا دَحَضَتِ الشَّمْسُ فَلا يُقِيمُ حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَقَامَ الصَّلاةَ، اَلصَّحِيْحُ لِمُسْلِمٍ بَابُ مَتَى يَقُوْمُ النَّاسُ فِيْ الصَّلَاةِ.

অর্থাৎ: হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু সেই সময় জোহরের নামাজের আযান দিতেন, যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে যেত, অত:পর নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফ থেকে বাহির না হওয়া পর্যন্ত ইকামত বলতেন না। যখনই বাহির হতেন তখনই ইকামত বলতেন।[২৫]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় আল্লামা যুরকানী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি 'শরহে মুয়াত্তা' (شرح مؤطاء) এর মধ্যে এবং হযরত কাজী আয়ায (রহ.) 'শরহে শিফা' (شرح شفاء) গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে,

إِنَّ بِلَالًا كَانَ يُرَاقِبُ خُرُوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَوَّلُ مَا يَرَاهُ يَشْرَعُ فِي الْإِقَامَةِ قَبْلَ اَنْ يَّرَاهُ غَالِبُ النَّاسِ ثُمَّ إِذَا رَأَوْهُ قَامُوْا فَلَا يَقُوْمُ مَقَامَهُ حَتَّى تَعْدِلَ صُفُوْفُهُمْ، (زرقاني علي الموطاء : المجلد الاول ـ الصفحه ـ ١٣٤)

অর্থাৎ: হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাহির হওয়ার প্রতি গভীর পর্যবেক্ষণে থাকতেন। আর অধিকাংশ লোকজন নবীজী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখার পূর্বে যখন তিনি প্রথমে দেখে ফেলতেন তখন ইকামত শুরু করে দিতেন। অত:পর লোকেরা নবী ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই দাঁড়িয়ে যেতেন। (যা আদব ও তাজীম বা সম্মানের বহি:প্রকাশ) আর প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লীদের কাতার সোজা না হওয়া পর্যন্ত স্বীয় স্থানে দাঁড়াতেন না। অর্থাৎ নবীজী স্বীয় মুসল্লায় পৌঁছে দাঁড়ানোর আগেই সাহাবাগণ কাতার সোজা করে নিতেন।[২৬]

---

[২৫]. মুসলিম : আস্ সহীহ, باب متى يقوم الناس للصلاة, ৩/২৭৯;

[২৬]. যুরকানী : শরহে মুয়াত্তা, ১/১৩৪;

মন্তব্য: এই হাদীস শরীফ ও তার ব্যাখ্যায় ইকামতের পূর্বে দাঁড়ানো জায়েযের ব্যাপারে কোন কিছুই প্রতীয়মান করে না। আর পূর্বেই উল্লেখ করেছি নবীজী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর যমানায় ঘড়ির কাঁটার টাইম ছিলনা। প্রিয় নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখনই বের হতেন সেটাই ছিল নামাজের ওয়াক্ত। আর হুজরা শরীফ যেহেতু মসজিদ সংলগ্ন ছিল সেহেতু হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই ইকামত বলা শুরু করলে পরবর্তীতে সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম ইকামত চলাকালীন অবস্থায় নবীজীকে দেখে দাঁড়াতেন। আর তা ইকামতের আগে নয়; বরং ইকামত চলাকালীন সময়।

(২য় হাদিস)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ تُقَامُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَأْخُذُ النَّاسُ مَصَافَّهُمْ، قَبْلَ أَنْ يَقُوْمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ. (الصحيح لمسلم : المجلد الاول ـ الصفحه ـ ٢٢٠)

অর্থাৎ: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর ইমামতের জন্য নামাজের ইকামত বলা হত। আর লোকেরা নবীজী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় স্থানে দ-ায়মান হওয়ার আগেই কাতারবন্দী হয়ে যেতেন।[২৭]

(৩য় হাদিস)

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ، يَقُوْلُ: أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ، فَقُمْنَا، فَعَدَّلْنَا الصُّفُوْفَ، قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (الصحيح لمسلم : الصفحه ـ ٢١٠)

অর্থাৎ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন (একদা) সালাতের ইকামত বলা হয়েছে অত:পর আমরা দাঁড়ালাম আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিকট বের হয়ে আসার পূর্বেই আমরা কাতার সোজা করে নিলাম।[২৮]

---

[২৭]. মুসলিম : আস্ সহীহ, باب متى يقوم الناس للصلاة, ১/৪২৩; আবূ দাউদ : আস্ সুনান, باب في الصلاة تقام و لم يأت الامام, ১/১৪৮; আবূ আওয়ানা : মুসতাখরাজ, باب النهي عن القيام اذا اقيمت الصلاة في, ১/৩৭১;

[২৮]. মুসলিম : আস্ সহীহ, باب متى يقوم الناس للصلاة, ১/৪২২; নাসায়ী : আস্ সুনান, باب إقامة الصفوف قبل خروج الامام, ২/৮৯; তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ৯/৮৩;

ইমাম নববী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যায় বলেন–

قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فَعَدَّلْنَا الصُّفُوْفَ إلخ إِشَارَةٌ إِلَى أَنَّهُ هَذِهِ سُنَّةٌ مَعْهُوْدَةٌ عِنْدَهُمْ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْعُلَمَاءُ عَلَى إِسْتِحْبَابِ تَعْدِيْلِ الصُّفُوْفِ،

অর্থাৎ: পবিত্র হাদীসের বাণী– فَعَدَّلْنَا الصُّفُوْفَ দ্বারা একথার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, কাতার সোজা করা সাহাবায়ে কেরামের নিকট চিরাচরিত সুন্নাত। তবে সকল ওলামা এ ব্যাপারে ঐকমত্য হয়েছেন যে, কাতার সোজা করা মুস্ত াহাব।

মন্তব্য: ২য় ও ৩য় হাদীসের কোথাও তো একথা বলা হয়নি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিংবা সাহাবায়ে কেরাম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম ইকামত বলার আগেই দাঁড়িয়েছেন। বরং ৩য় হাদিসে সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে– أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ فَقُمْنَا –'সালাতের ইকামত বলার পর আমরা দাঁড়ালাম।' ২য় হাদীস এর মর্ম হলো ইকামত চলাকালীন সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়নামাজের দিকে অগ্রসর হচ্ছেন আর মুসল্লায় পৌছার আগে আগে কাতার সোজা করা হল। যেহেতু তিনি হুজরা শরীফ থেকে বের হয়েছেন সেহেতু মুসাল্লা পর্যন্ত পৌছতে যে পরিমান সময় অতিক্রম করতে লাগে সেই সময়ের মধ্যে সকল সাহাবা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহুম কাতার সোজা করে নিতেন। এখানে ইকামতের আগে দাঁড়ানোর কথা তো বলা হয়নি।

(৪র্থ হাদিস)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا تَقُومُوا حَتَّى تَرَوْنِي، (الصحيح البخاري : باب متي يقوم الناس إذا رأو الامام عند الاقامة، الصحيح لمسلم، فتح الباري : المجلد الثاني . الصفحه . ٩٤)

অর্থাৎ: হযরত আবু কাতাদা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত তিনি বলেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন যখন নামাজের ইকামত বলা হবে তখন তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না। একদা হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা

আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফ থেকে বাহির হওয়ার আগে ইকামত শুরু করলেন এবং সাহাবায়ে কেরাম নিয়মানুযায়ী দাঁড়িয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ পর দয়ালু নবীজী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাশরীফ আনলেন ও দেখলেন যে সকল সাহাবায়ে কেরাম দন্ডায়মান। তখন তিনি দয়া পরবশ হয়ে অনুকম্পা প্রদর্শন পূর্বক বললেন যে, তোমরা আমাকে না দেখা পর্যন্ত দাঁড়াবে না।[২৯]

মন্তব্য: এই হাদীসেও তো ইকামতের আগে দাঁড়ানোর কথার উল্লেখ নাই। বরং قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ দ্বারা বুঝা যায় নিয়ম মোতাবেক ইকামত শুরু করার পর দ-ায়মান হয়েছেন। অথচ তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লায় তাশরীফ আনেন নাই, কিছুক্ষণ পরে এসেছেন। উম্মতের কষ্ট অনুভব করে এভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে বারন করেছেন। সাহাবায়ে কেরামগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর আগমনের আগে দাঁড়িয়েছেন; ইকামতের আগে নয়।

(৫ম হাদিস)

رَوَي عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ النَّاسَ كَانُوْا سَاعَةَ يَقُوْلُ الْمُؤَذِّنُ اَللهُ أَكْبَرُ يَقُوْمُوْنَ إِلَى الصَّلَاةِ فَلَا يَأْتِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَامَهُ حَتّٰى تَعْتَدِلَ الصُّفُوْفُ،

অর্থাৎ: ইবনে শিহাব যুহরী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, যে সময় মুয়াজ্জিন اَللهُ أَكْبَرُ বলে ইকামত বলা শুরু করতেন তখন লোকেরা নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যেতেন প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম জায়নামাজে পৌছার আগেই তাঁরা কাতার সোজা করে নিতেন।

---

২৯. বুখারী : আস্ সহীহ, باب متي يقوم الناس إذا رأو... ১/১২৯, হাদিস : ৬৩৭; মুসলিম : আস্ সহীহ, باب متي يقوم الناس للصلاة ১/৪২২; আবূ দাউদ : আল মারাসিল, باب ما جاء في خطبة يوم الجمعة ১/১০৭; তিরমিযী : আস্ সুনান, باب ما جاء في الكلام بعد نزول ১/৬৫০; নাসায়ী : আস্ সুনান, باب إقامة المؤذن عند خروج الامام ২/২৫৫; ইবনে হিব্বান : আস্ সহীহ, باب ذكر الزجر عن قيام المامومين إلي الصلاة ৫/৬০১;

মন্তব্য: এই হাদিসেও তো ইকামতের আগে দাঁড়ানোর ব্যাপারে কোন ইঙ্গিত নাই। বরং এ হাদীস শরীফ দ্বারা ইকামত বলার শুরুতেই দাঁড়ানোর কথা প্রমাণিত হয়েছে, যা ইমাম মালেক রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাব। হুজরা শরীফ থেকে বের হয়ে সাহাবাদের কাতারের সম্মুখ দিয়ে যেহেতু তিনি জায়নামাজে যেতেন সেহেতু রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসল্লায় পৌছার আগে দন্ডায়মান হওয়া ও কাতার সোজা করা তো স্বাভাবিক কথা, যা ইতিপূর্বে আমি দাঁড়ানোর সূরতের মধ্যে (দুই) ০২ নাম্বারে উল্লেখ করেছি।

(৬ষ্ঠ হাদিস)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفٰى قَالَ: كَانَ بِلَالٌ إِذَا قَالَ: قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، نَهَضَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (ذَكَرَهُ فِيْ مَجْمَعِ الزَّوَائِدِ عَنْ مُسْنَدِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ)

অর্থাৎ: হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আবু আওফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু যখন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ (কদ্কা-মাতিস্ সালাহ্) বলতেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম দন্ডায়মান হতেন।[৩০]

মন্তব্য: এই হাদীস শরীফ দ্বারা ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মাযহাব প্রমাণিত হয়েছে। হাম্বলী মাযহাবে যখন ইমাম, মুয়াজ্জিন ও মুসল্লীগণ মসজিদে উপস্থিত থাকেন, তখন মুয়াজ্জিন قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বললেই সবাইকে দাঁড়িয়ে যেতে হবে। আর এ হাদীস দ্বারা আরো বুঝা যায় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য যে, উল্লেখিত হাদীস শরীফ সমূহ হতে এ কথাই প্রমাণিত হয়েছে যে, যখন রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুজরা শরীফ তথা মসজিদের বাহিরে অবস্থান করতেন এবং নামাজের জন্য সেখান থেকে মসজিদে তাশরীফ আনতেন তখন হযরত বেলাল রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু নবীজী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখা মাত্রই ইকামত বলা আরম্ভ করতেন। আর সাহাবায়ে কেরাম বিভিন্ন বর্ণনা সূত্রে মতান্তরে ইকামতের শুরুতে অথবা মাঝখানে বা মসজিদে উপস্থিত থাকলে قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ বলার সময় কিংবা ইকামতের শেষে দাঁড়াতেন। কোন সূরতকে তিনি নিষেধ

[৩০]. আবুল হাসান সুলাইমান হাইছুমী : মাজমাউয্ যাওয়ায়েদ, ২/১০৩;

করেননি। শুধুমাত্র মসজিদের বাহির থেকে আসলে ইমাম সাহেব আসার আগে থেকেই দাঁড়িয়ে থাকাকে নিষেধ করেছেন। তাও উম্মতের কষ্টের কথা বিবেচনা করে। কিন্তু কোন হাদীস দ্বারা একথা বুঝায়নি যে, ইকামত বলার আগেই দাঁড়াতে হবে, বা দাঁড়িয়ে কাতার সোজা করতে হবে। কারণ আগে থেকেই দাঁড়িয়ে থাকা মানুষের জন্য কষ্টকর। বিশেষ করে অসুস্থ, দূর্বল ও বৃদ্ধ মানুষদের পক্ষে বেশী অসুবিধা। তাই হানাফী মাজহাবের অধিকাংশ ইমামগণ এ অভিমত ব্যক্ত করে ফতোয়া দিয়েছেন যে, ইকামতের পূর্বে দাঁড়িয়ে থাকা মাকরূহ। এমনকি حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বা حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ বলার আগে দাঁড়ানোও মাকরূহ। কোন ব্যক্তি ইকামতের শুরুতে আগমন করলে তাকেও حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলা পর্যন্ত বসে অপেক্ষা করতে হবে, দাঁড়িয়ে থাকা যাবে না। যেমন মুয়াজ্জিন সাহেব ইকামত শুরু করে اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ বা أَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ বলতে লাগল ইত্যবসরে একজন মুসল্লি মসজিদে প্রবেশ করল, তখন তাকে সাথে সাথে বসে যেতে হবে, দাঁড়িয়ে থাকা ঠিক হবে না। حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বললে পুনঃরায় দাঁড়াবে। এটাই হল বিশুদ্ধ মত।[৩১]

(هٰكَذَا فِيْ عُمْدَةِ الرِّعَايَةِ ، دُرِّ الْمُخْتَارِ، رَدِّ الْمُحْتَارِ لِلشَّامِيِّ ، حَاشِيَةِ الْعَلَّامَةِ الطَّحْطَاوِيِّ عَلٰى مَرَاقِي الْفَلَاحِ شَرْحِ نُوْرِ الْإِيْضَاحِ، اَلْفَتَاوٰي الْعَالَمْغِيْرِيَّةِ، اَلْمِرْقَاةِ فِيْ شَرْحِ الْمِشْكٰوةِ، كَنْزِ الدَّقَائِقِ، وَبَدَائِعِ الصَّنَائِعِ، وَغَيْرِهَا،

উমদাতুর রেয়ায়া, দুররে মুখতার, রদ্দে মুখতার, হাশিয়ায়ে তাহতাবী, শরহে নুরুল ইযাহ, ফতোয়ায়ে আলমগীরী, মিরকাত, কান্যুদ দাকায়েক ও বাদায়িউস্ সানায়েহ প্রভৃতি গ্রন্থে এরূপই বর্ণিত রয়েছে।

অতএব, হাদীস শরীফ ও হানাফী মাজহাবের সম্মানিত ইমামগণ এবং গ্রহণযোগ্য ফিকহ এর কিতাব দ্বারা একথাই প্রমাণিত হল যে, মুয়াজ্জিন ইকামত বলার আগে এমনকি হানাফী মাজহাব মতে حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ বলার আগে মুসল্লীদের দ-ায়মান হওয়া মাকরূহ।

[৩১]. শামী : ফাতওয়ায়ে আলমগীরী, ১/৫৭;

উল্লেখ্য যে, ইকামত বলার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো– মুসল্লীদেরকে নামাজের জন্য প্রস্তুত বা দাঁড় করানো। যদি ইকামত বলার আগেই নামাজীগণ দাঁড়িয়ে যায়, তাহলে ইকামতের বৈশিষ্ট্যতা থাকলো কোথায়? ইকামতের আর প্রয়োজনীয়তাটাই বা কি? চিন্তা করে দেখুন!

জুমার নামাযে ইকামতের সময় দাঁড়ানোর বিধান–

আমি ইতোপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, স্বাভাবিক পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে ইকামতের সময় দাঁড়ানোর নিয়ম (হানাফী মাযহাব মতে) 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত' কিংবা 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বলার পর মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন। এখন জুমার নামাযের ব্যাপারে বিজ্ঞ ওলামায়ে কেরামের মতামত হলো– জুমার খুতবা প্রদানের পর খতীব সাহেব মিম্বর থেকে অবতরণ করতঃ জায়নামাযে আসার প্রাক্কালে মুয়াজ্জিন সাহেব এভাবে ইকামত শুরু করবেন যে, তিনি 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত' বলবেন আর ইমাম সাহেব জায়নামাযে গিয়ে পৌঁছবেন। তখন ইমাম সাহেব আর বসবেন না। সাথে সাথে মুসল্লীগণও দাঁড়িয়ে যাবেন। যেমন বিশ্ববিখ্যাত ফিক্হ গ্রন্থ 'ফাতওয়ায়ে শামী'র ২য় খ-ের ১৭৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে–

فَإِذَا أَتَمَّ أَيْ الْإِمَامُ الْخُطْبَةَ (قَوْلُهُ أُقِيمَتْ) بِحَيْثُ يَتَّصِلُ أَوَّلُ الْإِقَامَةِ بِآخِرِ الْخُطْبَةِ وَتَنْتَهِي الْإِقَامَةُ بِقِيَامِ الْخَطِيبِ مَقَامَ الصَّلَاةِ.

অর্থাৎ যখন জুমার নামাযের ইমাম (খতীব) খুতবা শেষ করবেন তখন মুয়াজ্জিন এভাবে ইকামত বলা শুরু করবেন যে, খতীব সাহেবের খুতবার শেষ অক্ষরের সাথে সাথে মুয়াজ্জিন ইকামতের প্রথম অক্ষর শুরু করবেন এবং খতীব সাহেব জায়নামাযে পৌঁছতে পৌঁছতে ইকামত বলা শেষ পর্যায়ে পৌঁছবে।[৩২]

অতএব বুঝা যায় যে, খতীব সাহেব খুতবা শেষে জুমার নামাযের পূর্বে বসবেন না বরং দাঁড়ানো অবস্থায় নিয়ত সহকারে তাকবীরে তাহরীমার মাধ্যমে নামায আদায় করবেন।

উল্লেখ্য যে, আমাদের দেশে কিছু কিছু মসজিদে দেখা যায় খতীব সাহেব খুতবা দেওয়ার পর মুয়াজ্জিন সাহেব ইকামত শুরু করেন না। মাইক কিংবা লাউড

[৩২]. শামী : রদ্দুল মুহতার, খ-: ২, পৃ. ১৭৫;

স্পীকার ঠিক করার কাজে কিছুক্ষণ সময় অতিবাহিত করেন। যদি এমন অবস্থা হয় তা হলে খতীব সাহেব দাঁড়িয়ে থাকার প্রয়োজন নেই। যথারীতি তিনি বসে যাবেন। আর মুয়াজ্জিন ইকামত বলার সময় 'হাইয়্যা আলাস্ সালাত' কিংবা 'হাইয়্যা আলাল ফালাহ' বললে ইমাম ও মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন। এমতাবস্থায় যদি খতীব সাহেব দাঁড়িয়ে থাকেন তবে এটা উপরোল্লেখিত নিয়মের ব্যতিক্রম হবে। তখন কিন্তু মুসল্লীগণ দাঁড়াবেন না বা তাঁদেরকে দাঁড়ানোর জন্য বলাও যাবে না। এক্ষেত্রে পূর্বের নিয়ম প্রযোজ্য হবে।

পরিশিষ্ট

বর্তমানে আমাদের দেশে অধিকাংশ মুসল্লীদের দেখা যায় নামাজ পড়ার সময় তারা ঠিকভাবে যথাযথরূপে নামাজের হুকুম- আহকাম, রুকন-আরকান আদায় করে না। আবার জামাতে নামাজ পড়ার সময় পরিলক্ষিত হয় বহু মুসল্লী ইমাম সাহেবের আগে আগে রুকু সিজদা করে ফেলে এবং ইমামের আগে রুকু বা সিজদা থেকে মাথা তুলে নেয়। আর কিছু মানুষকে দেখি এক ব্যক্তি পেছনের কাতারে নামাজ পড়ছে, তার সামনে দিয়ে অন্য মুসল্লি হেটে চলে যাচ্ছে। এভাবে নামাজরত ব্যক্তির সম্মুখ দিয়ে চলাচল করা যাবে কিনা? এ ব্যাপারে শরীয়তের ফয়সালা কি? তার বিবরণ নিম্নে দেওয়া হল।

তা'দীলে আরকান বা ধীর স্থির ভাবে নামাজ আদায় করা

١. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ فِي نَاحِيَةِ الْمَسْجِدِ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَرَجَعَ فَصَلَّى ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، اِرْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَقَالَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الَّتِيْ بَعْدَهَا عَلِّمْنِيْ يَا رَسُوْلَ اللهِ، فَقَالَ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ، فَأَسْبِغِ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، فَكَبِّرْ ثُمَّ اِقْرَأْ بِمَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، ثُمَّ اِرْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وَفِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ اِرْفَعْ حَتَّي

تَسْتَوِيَ قَائِمًا، ثُمَّ إِفْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلاَتِكَ كُلِّهَا» (متفق عليه، مشكوة المصابيح، الصفحه - ٧٥، باب صفة الصلاة، الفصل الاول)

(১) অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত আছে যে, এক ব্যক্তি মসজিদে প্রবেশ করলেন এবং নামাজ পড়লেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদের এক পাশে বসাছিলেন, অত:পর লোকটি তাঁর নিকট আসলেন এবং তাঁকে সালাম করলেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, যাও এবং নামাজ পড়ো, তোমার নামাজ পড়া হয়নি। উক্ত ব্যক্তি পুনঃরায় গেলেন ও নামাজ পড়লেন। অত:পর আসলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন– ওয়া-আলাইকাস সালাম আবার যাও এবং পুনঃ নামাজ পড়ো। তোমার নামাজ পড়া হয়নি। অত:পর তৃতীয়বার কিংবা এর পরের বার। লোকটি বললেন- ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন হুজুর সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম লোকটিকে বললেন, যখন তুমি নামাজে দাঁড়াতে ইচ্ছা করবে তখন পূর্ণরূপে অজু করবে। অত:পর কেবলার দিকে হয়ে দাঁড়াবে এবং তাকবীর বলবে। তৎপর কুরআনের যা তোমার পক্ষে সহজ হয় পড়বে। অত:পর রুকু করবে এবং রুকুতে বেশ কিছু সময় স্থির থাকবে, এরপর মাথা উঠাবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে, অত:পর সেজদা করবে এবং সিজদাতেও কিছু সময় স্থির থাকবে, তারপর মাথা উঠাবে এবং স্থির হয়ে বসবে। তৎপর দ্বিতীয় সিজদা করবে এবং সিজদাতে স্থির থাকবে। অত:পর মাথা তুলবে এবং স্থির হয়ে বসবে। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে অত:পর মাথা তুলবে এবং সোজা হয়ে দাঁড়াবে। এরপর তোমার সমস্ত নামাজে এরূপ করবে।[৩৩]

বি:দ্র: ইমাম শাফেঈ, ইমাম আহমদ ও আবু ইউসুফ রাহমাতুল্লাহি আলাইহিমের মতে রুকু, সিজদা, বৈঠক এবং কিয়ামের মধ্যে তা'দীলে আরকান বা ধীর-স্থির ভাবে নামাজ পড়া ফরয।

---

[৩৩]. বুখারী : আস্ সহীহ, باب إذا حث ناسيا في الايمان, ৮/১৩৫; মুসলিম : আস্ সহীহ, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, ১/২৯৭; ইবনে মাজাহ : আস্ সুনান, باب إقام الصلاة, ১/৩৩৬; বায্যার : আল মুসনাদ, ১৫/১১৯;

* আর ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম মুহাম্মদ রাহমাতুল্লাহি আলাইহির মতে তা'দীলে আরকান ফরজ নয় বরং ওয়াজিব। তাদিলে আরকান না করলে নামাজ পূর্ণ হয়না।

٢. عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ اَلْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ». اَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ،

(২) অনুবাদ: হযরত আবু মাসউদ আনসারী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: রুকু ও সিজদায় পিঠ সোজা না করা পর্যন্ত তোমাদের কারো নামাজ যথেষ্ট হবে না।[৩৪] আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ শরীফ।

٣. عَنْ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لاَ يَنْظُرُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى صَلاَةِ عَبْدٍ لاَ يُقِيمُ فِيهَا صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا. (مسند للامام أحمد : المجلد الرابع - الصفحه - ٣١، رقم الحديث - ١٦٢٦٢)

(৩) অনুবাদ: হযরত ত্বলক বিন আলী হানাফী রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত: তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, যে ব্যক্তি নামাজ আদায় কালে রুকু-সিজদা করার সময় স্বীয় পিঠকে ভালভাবে সোজা করেনা, মহান আল্লাহপাক ঐ ব্যক্তির নামাজের দিকে দৃষ্টিপাত করেন না। অর্থাৎ তার নামাজের তোয়াক্কা করেন না।[৩৫]

٤. عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ مُرَّةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا تَرَوْنَ فِي الشَّارِبِ وَ الزَّانِيِّ وَالسَّارِقِ؟ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُنْزَلَ فِيهِمِ الْحُدُوْدُ، قَالُوْا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: «هُنَّ فَوَاحِشُ. وَفِيهِنَّ عُقُوبَةٌ. وَأَسْوَأُ السَّرِقَةِ الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَهُ» ، قَالُوا:

---

[৩৪]. বায়হাকী : সুনানুল কুবরা, باب الطمأنينة في الركوع, ২/১২৬; ইবনে আবু শায়বা : আল মুসন্নাফ, ১/৩২১;

[৩৫]. আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪/৩১; যিয়াউল মুকাদ্দাস : আল আহাদিসুল মুখতার, ৮/১৬৬;

كَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «لَا يُتِمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا» قَالَ النُّعْمَانُ وَكَانَ عُمَرُ يَقُوْلُ : إِنَّ وَجْهَ دِيْنِكُمْ الصَّلَاةُ فَزَيِّنُوْا وَجْهَ دِيْنِكُمْ بِالْخُشُوْعِ، أَخْرَجَهُ الامام المالك في الموطاء).

(৪) হযরত নু'মান ইবনে মুররা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদিন বললেন, মদখোর, ব্যভিচারী এবং চোর সম্পর্কে তোমাদের অভিমত কি? তখনও এদের সম্পর্কে শাস্তির বিধান নাযিল হয়নি। সাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূলই (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) ভাল জানেন। তিনি বললেন, এগুলো হল অশস্নীল কর্ম। এতে রয়েছে শাস্তি। কিন্তু সবচেয়ে মন্দ চুরি হল, যে ব্যক্তি তার নামাজে চুরি করে। সাহাবীগণ বললেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম! নামাজে কিভাবে চুরি করবে? তিনি বললেন: নামাজে রুকুও পূর্ণ করেনা এবং সিজদাও পূর্ণভাবে আদায় করে না। নু'মান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, হযরত উমর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলতেন তোমাদের দ্বীনের চেহারা হল নামাজ। সুতরাং 'খুশু' বা বিনয়-নম্রতা অবলম্বনের মাধ্যমে তোমরা তোমাদের দ্বীনের চেহারাকে সৌন্দর্যমন্ডিত কর।[৩৬]

٥. عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ قَالَ رَأَى حُذَيْفَةُ رضي الله تعالي عنه رَجُلًا يُصَلِّيْ فَطَفَّفَ فَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ مُذْكَمْ تُصَلِّيْ هَذِهِ الصَّلَاةَ قَالَ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ مَا صَلَّيْتَ مُنْذُ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً وَلَوْ مُتَّ وَأَنْتَ تُصَلِّيْ هَذِهِ الصَّلَاةَ مُتَّ عَلٰى غَيْرِ فِطْرَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُخَفِّفُ وَيُتِمُّ وَيُحْسِنُ، أخرجه البخاري والنسائي،

(৫) অর্থাৎ: হযরত যায়দ ইবনে ওয়াহাব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: হযরত হুযায়ফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু এক ব্যক্তিকে সালাত আদায় করতে দেখতে পেলেন। সে আরকানে সালাত অসম্পূর্ণভাবে আদায় করছিল। হুযায়ফা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু তাকে জিজ্ঞাসা করলেন:

[৩৬]. ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, باب العمل في جامع الصلاة, ১/১৬৭; কুরতুবী : জামিউ বায়ানুল ইলমি ওয়া ফাদ্লিহি, باب طرح العالم المسالة علي المتعلم, ১/৪৮০;

এই ধরনের নামাজ কতদিন থেকে আদায় করছ? সে বলল, চল্লিশ বছর ধরে। তিনি বললেন: চল্লিশ বছর তোমার নামাজই হয়নি। এমন নামাজ আদায় করা অবস্থায় তোমার মৃত্যু হলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতের বিপরীত অবস্থায় তোমার মৃত্যু হতো। তারপর তিনি বললেন, মানুষ নামাজ হালকাভাবে আদায় করে, পূর্ণভাবে আদায় করে, আবার উত্তমভাবে আদায় করে।[৩৭]

টীকা

উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, নামাজের মধ্যে তাদীলে আরকান বা ধীর-স্থির ভাবে নামাজ আদায় করা একান্ত আবশ্যক। তাদীলে আরকান ঠিক না থাকলে নামাজ বিশুদ্ধ হবে না। তাই রুকু-সিজদা, কাওমাহ্ বা রুকু থেকে দন্ডায়মান হওয়া, জালসাহ্ বা দুই সিজদার মাঝখানে বসা ইত্যাদি কাজগুলো শান্ত ও ধীর স্থিরভাবে আদায় করতে হবে যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে পৌঁছে যায়। রুকু করার নিয়ম হলো- দাঁড়ানো থেকে এতটুকু ঝুঁকতে হবে যেন দুই হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং রুকুর সময় স্বীয় পীঠ সোজা ও বিস্তৃত রাখতে হয়। আর রুকু থেকে উঠে একদম সোজা হয়ে দাঁড়াতে হবে যেন মেরুদন্ড স্থির হয়ে যায়। আর জালসাহ তথা দুই সিজদার মাঝখানেও পুরাপুরি সোজা হয়ে বসতে হবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই নামাজ আদায় করতেন।

اَلنَّهْيُ عَنْ مُسَابَقَةِ الْإِمَامِ وَالتَّشْدِيْدِ عَلَيْهِ

ইমামের আগে রুকু-সিজদা ইত্যাদির বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা ও কঠোর হুঁশিয়ারী

١. عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنه قَالَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ أَوْ أَلَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ رُكُوْعٍ أَوْ سُجُوْدٍ قَبْلَ الْإِمَامِ، أَنْ يَجْعَلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ أَوْ يَجْعَلَ اللهُ صُورَتَهُ صُورَةَ حِمَارٍ؟ اَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ،

[৩৭]. নাসায়ী : আস্ সুনান, باب تطفيف الصلاة, ১/৩৯০; বুখারী, নাসাঈ শরীফ;

(১) আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: তোমাদের কেউ কি একথার ভয় করে না যে, ইমামের পূর্বে যদি সে তার মাথা রুকু বা সিজদা থেকে তুলে নেয় তবে আল্লাহ তা'য়ালা তার মাথাকে গাধার মাথা বা তার চেহারাকে গাধার চেহারায় পরিণত করে দিবেন।[৩৮] বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ।

اَلْوَاقِعَةُ: حُكِيَ عَنْ بَعْضِ الْمُحَدِّثِيْنَ أَنَّهُ رَحَلَ إِلَى دِمَشْقَ لِأَخْذِ الْحَدِيثِ عَنْ شَيْخٍ مَشْهُورٍ بِهَا، فَقَرَأَ عَلَيْهِ جُمْلَةً، لٰكِنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ حِجَابًا وَلَمْ يَرَ وَجْهَهُ، فَلَمَّا طَالَتْ مُلَازَمَتُهُ لَهُ وَرَأَى حِرْصَهُ عَلَى الْحَدِيثِ كَشَفَ لَهُ السِّتْرَ، فَرَأَى وَجْهَهُ وَجْهَ حِمَارٍ فَقَالَ لَهُ: احْذَرْ يَا بُنَيَّ أَنْ تَسْبِقَ الْإِمَامَ، فَإِنِّي لَمَّا مَرَّ بِي فِي الْحَدِيثِ اسْتَبْعَدْتُ وُقُوْعَهُ فَسَبَقْتُ الْإِمَامَ فَصَارَ وَجْهِي كَمَا تَرَي (مِرْقَاةُ الْمَفَاتِيْحِ: المجلد الثالث، الصفحه-٩٨)

অনুবাদ/ঘটনা: বর্ণিত আছে যে, একজন মুহাদ্দিস হাদীস অন্বেষণের জন্য তখনকার সময়ের আরেক প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিসের নিকট দামেশকে গমন করলেন। তথায় তিনি ঐ মুহাদ্দিসের নিকট বহু হাদীস শিক্ষাগ্রহণ করলেন। তবে ওস্তাদ ও ছাত্রের মাঝখানে একটা পর্দা থাকার দরুন কোন দিন ওস্তাদের চেহারা দেখেন নি। এভাবে ওস্তাদের সংস্পর্শ যখন দীর্ঘায়িত হলো এবং তিনি লক্ষ্য করলেন যে, ঐ ছাত্রের মধ্যে হাদীস শরীফ অধ্যয়নের যথেষ্ট আগ্রহ ও অদম্য স্পৃহা রয়েছে। তখন মুহতারাম ওস্তাদ ঐ ছাত্রের জন্য পর্দা খুলে দিলেন। অত:পর ছাত্র দেখলেন যে, তাঁর ওস্তাদের চেহারা গাধার চেহারা। সাথে সাথে মুহতারাম ওস্তাদ বলে উঠলেন- প্রিয় বৎস! নামাজ পড়ার সময় ইমামের অগ্রবর্তী হওয়া থেকে বিরত থাকবে। কেননা, আমি যখন এই হাদীস শরীফটা পড়লাম যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ ফরমান "ইমামের আগে কেউ রুকু-সিজদা করলে অথবা ইমামের আগে রুকু সেজদা থেকে মাথা উঠালে মহান আল্লাহপাক তার চেহারাকে গাধার চেহারায় পরিণত করে দিবেন" তখন আমি এটাকে অবজ্ঞা করলাম এবং চেহারা বিকৃত করাকে

[৩৮]. বুখারী : আস্ সহীহ, باب أثم من رفع رأسه قبل الامام, ১/১৪০; দারে কুতনী : আস্ সুনান, باب النهي عن مبادرة الأئمة بالركوع والسجود, ২/৮৩১; তাবরানী : মু'জামুল আওসাত, ৯/১০৪;

অবাস্তব মনে করলাম। আর পরীক্ষামূলক আমি নামাজে ইমামের অগ্রবর্তী হয়ে নামাজ পড়লাম। ফলে আমার চেহারা গাধার চেহারায় বিকৃত হয়ে গেল যা তুমি দেখেছ।[৩৯]

٢. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله تعالي عنه قَالَ: الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ وَيَخْفِضُهُ قَبْلَ الْإِمَامِ، فَإِنَّمَا نَاصِيَتُهُ بِيَدِ الشَّيْطَانِ. أخرجه الموطاء للامام مالك،

(২) অর্থাৎ হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: যে ব্যক্তি ইমামের আগে তার মাথা তুলবে বা নত করবে তার কপাল হল শয়তানের হাতে।[৪০]

٣. عَنْ أَنَسٍ بن مالك قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ أَقْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ، إِنِّي إِمَامُكُمْ، فَلَا تَسْبِقُونِي بِالرُّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ، وَلَا بِالْقِيَامِ وَلَا بِالِانْصِرَافِ، فَإِنِّي أَرَاكُمْ أَمَامِي وَمِنْ خَلْفِي» ثُمَّ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَوْ رَأَيْتُمْ مَا رَأَيْتُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا» قَالُوا: وَمَا رَأَيْتَ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: «الْجَنَّةَ وَالنَّارَ». أخرجه المسلم والنسائي،

(৩) অর্থাৎ হযরত আনাস ইবনে মালিক রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের নিয়ে নামাজ আদায় করলেন। নামাজ শেষে আমাদের দিকে সামনা সামনি ফিরে গেলেন। বললেন: হে লোক সকল! আমি তো তোমাদের ইমাম। রুকু করতে, দাঁড়াতে গিয়ে বা যে কোন পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তোমরা আমার অগ্রবর্তী হবে না। আমি তো আমার সামনে দেখি এবং আমার পিছনেও দেখি। এরপর বললেন: মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রাণ যাঁর হাতে, তাঁর কসম (আল্লাহর কসম), আমি যা দেখতে পাই তোমরা যদি তা দেখতে পেতে তবে তোমরা অবশ্যই কমই হাসতে আর কাঁদতে বেশী।

[৩৯]. মোল্লা আলী কারী : মিরকাতুল মাফাতীহ শরহে মিশকাতুল মাসাবীহ, ৩/৯৮;

[৪০]. ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, باب ما يفعل من رفع رأسه قبل الامام, ২/১২৬; হুমাইদি : আল মুসনাদ, ২/৪৩৫; আবু শায়বা : আল মুসান্নাফ, ১৫/৩২৯;

লোকেরা বলল: ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কী দেখেন? তিনি বললেন, জান্নাত এবং জাহান্নাম।[৪১] মুসলিম, নাসাঈ শরীফ।

٤. عَنِ الْبَرَاءَ بْنِ عَازِبٍ رضي الله تعالي عنه قَالَ كُنَّا نُصَلِّي خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ يَحْنِ أَحَدٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّى يَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْهَتَهُ عَلَى الأَرْضِ، أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ صف ١١٢، وَمُسْلِمٌ وَأَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ ثُمَّ نَخِرُّ مِنْ وَرَائِهِ سُجَّدًا، وفي رواية أبي داؤد «أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا رَفَعُوا رُءُوسَهُمْ مِنَ الرُّكُوعِ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامُوا قِيَامًا، فَإِذَا رَأَوْهُ قَدْ سَجَدَ سَجَدُوا»، وَفِيْ أُخْرٰي لَهُ قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، لَمْ نَزَلْ قِيَامًا، حَتَّى نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ، ثُمَّ يَتَّبِعُونَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وأخرج الترمذي كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، لَمْ يَحْنِ رَجُلٌ مِنَّا ظَهْرَهُ حَتَّي يَسْجُدَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَسْجُدَ، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ لَمْ نَزَلْ قِيَامًا حَتَّي نَرَاهُ قَدْ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْاَرْضِ ثُمَّ يَتَّبِعُوْنَهُ،

অর্থাৎ হযরত বারা ইবনে আযিব রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন: আমরা একদিন নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পেছনে নামাজ আদায় করছিলাম। তিনি যখন বলছিলেন, সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ তখন নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর কপাল মোবারক যমীনে না রাখা পর্যন্ত আমরা কেউই (সিজদার জন্য) পিঠ বাঁকা করতাম না। অর্থাৎ দাঁড়ানো অবস্থায়ই থাকতাম।[৪২] বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী শরীফ।

[৪১]. মুসলিম ; আস্ সহীহ, باب النهي عن سبق الامام بركوع..., ১/৩২০; আবূ ইয়ালা : আল মুসনাদ, /৪১;
[৪২]. বুখারী, মুসলিম, আবু দাউদ, নাসাঈ, তিরমিযী শরীফ।

মুসলিম শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, এরপর আমরা তাঁর পেছনে সিজদায় যেতাম।[৪৩] আবু দাউদ শরীফের অপর এক বর্ণনায় আছে যে, তারা যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে রুকু থেকে তাদের মাথা তুলতেন তখন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতেন। যখন দেখতেন যে, তিনি সিজদা করছেন তখন তারাও সিজদায় যেতেন।[৪৪]

অপর এক বর্ণনায় আছে যে, যখন তিনি সামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ বলতেন তখন আমরা দাঁড়িয়ে থাকতাম যতক্ষণ না দেখতাম যে তিনি তাঁর কপাল মোবারক জমীনে রেখেছেন। এরপর তারা তাঁর অনুসরণ করতেন। অর্থাৎ রাসূল সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন পুরাপুরিভাবে সিজদায় যেতেন তখন সাহাবাগণ (রাদিয়াল্লাহু তা'আলা আনহু) দাঁড়ানো অবস্থা থেকে সিজদায় যাওয়ার জন্য জমিনের দিকে ঝুঁকে পড়তেন।[৪৫]

٥. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ﴿ لَا تُبَادِرُوا الْإِمَامَ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا وَإِذَا قَالَ: وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا: آمِينَ، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: اللهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ ﴾. متفق عليه، مشكوة المصابيح، الصفحه. ١٠١.

অনুবাদ: হযরত আবু হুরায়রা রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, তোমরা ইমামের অগ্রবর্তী হয়ো না। তিনি যখন তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বলবেন- তোমরাও তাকবীর বলবে। তিনি ওয়ালাদ্ -দ্বোয়াল্লীন বললে তোমরা আমীন বলবে। যখন ইমাম সাহেব রুকু করবেন তখন তোমরাও রুকু করবে। আর যখন তিনি ছামি আল্লাহু লিমান হামিদাহ্ বলবেন- তখন তোমরা আল্লাহুম্মা রব্বানা লাকাল হামদ্ বলবে।[৪৬]

[৪৩]. ইবনে জু'দ : আল মুসনাদ, ১/৩৭২;
[৪৪]. আবূ দাউদ : আস্ সুনান, باب ما يؤمر به المأموم من إتباع الإمام, ১/১৬৮;
[৪৫]. নাসায়ী : আস্ সুনান, باب مبادرة الامـــام, ২/৯৬; আহমদ ইবনে হাম্বল : আল মুসনাদ, ৪/২৮৫; ইবনে জু'দ : আল মুসনাদ, ১/৭৮;
[৪৬]. মুসলিম : আস্ সহীহ, باب النهي عن مبادرة الاما بالتكبير, ১/৩১০; তাবরিযী : মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ১০১;

টীকা: উপরোল্লেখিত হাদীস শরীফ সমূহ দ্বারা বুঝা যায় যে, যে সমস্ত নামাজী ব্যক্তি নামাজ আদায়কালীন ইমামের আগে আগে রুকু করে বা রুকু থেকে দাঁড়িয়ে যায় কিংবা ইমামের আগে সিজদায় চলে যায় বা সিজদা থেকে মাথা তুলে ফেলে তাদের নামাজ আদায় হবেনা। কোন ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে হাদীসে রাসূল (সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করে ইমামের অগ্রবর্তী হলে আল্লাহ তায়ালা তার আকৃতিকে শাস্তি স্বরূপ গাধার আকৃতি করে দিবেন। এই শাস্তি হয়তো দুনিয়ায় হবে, নয়তো কবরে হবে নতুবা হাশরের ময়দানে অবশ্যই হবে। তাই এতবড় একটা শাস্তিমূলক অপরাধের কাজ থেকে বেঁচে থাকা প্রত্যেক নামাজী বান্দার একান্ত আবশ্যক।

আর (পাঁচ) ০৫নং হাদীস শরীফ থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইমাম সাহেব তাকবীর (আল্লাহু আকবার) বললে মুক্তাদীগণ আল্লাহু আকবার বলবে। : قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوْا এই হাদীসে فَكَبِّرُوْا শব্দের শুরুতে যেই فَــاءَ (ফা) বর্ণ এসেছে আরবী ব্যাকরণ অনুযায়ী তা একটা কাজ শেষ করার পর পর আরেকটি কাজ শুরু করার অর্থে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং এ থেকে বুঝা যায়- নামাজে ইমাম সাহেব যখন আল্লাহু আকবার বলে তাকবীর বলবেন তার পর পরই মুক্তাদীগণ আল্লাহু আকবার বলবে। ইমামের সাথে সাথে বা ইমামের আগে আগে নয় বরং ইমামের পরে। আমাদের দেশে দেখা যায় কিছু কিছু মুসল্লী ইমামের সাথে সাথে বা অনেক ক্ষেত্রে ইমামের আগে আগে তাকবীর বলে কিংবা রুকু-সিজদা করে ফেলে যদ্দুরুন তার নামাজ পূর্ণ হয় না।

আর তাকবীর বলার নিয়ম হলো– যখন ইমাম সাহেব আল্লাহু আকবার এর (র/ر) উচ্চারণ করবে সাথে সাথে মুসল্লীগণ আল্লাহু এর (আ/الــف) উচ্চারণ করবে। এই নিয়মটা একজন ভাল আলেম থেকে মশক করে নিবেন নতুবা আপনার নামাজ ত্রুটিমুক্ত হবে না। নামাজ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। মহান আল্লাহপাক সবাইকে মাফ করুন। (আমিন)॥

إِثْمُ الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي

মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমনকারীর গুনাহ

١ . عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ، أَرْسَلَهُ إِلَى أَبِي جُهَيْمٍ يَسْأَلُهُ: مَاذَا سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي فَقَالَ أَبُو جُهَيْمٍ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» قَالَ أَبُو النَّضْرِ لَا أَدْرِي قَالَ أَرْبَعِينَ يَوْمًا أَوْ شَهْرًا أَوْ سَنَةً، أخرجه أبو داؤد : الجلد الاول ـ الصفحه ـ ٢٦٨، والبخاري والمسلم والمالك، وقال الترمذي وقد روي عن النبي صلي الله عليه وسلم أنه قال لأن يقف أحدكم مائة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي، مشكوة المصابيح : الصفحه ـ ٧٤.

(১) হযরত বুসর ইবনে সা'দ রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত যে, যায়দ ইবনে খালিদ তাকে আবু জুহায়মের নিকট পাঠালেন। মুসল্লির সম্মুখ দিয়ে গমনকারী সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে তিনি যা শুনেছেন, সে বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসা করার জন্য। আবু জুহাইম রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বললেন: রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গমনকারী যদি জানত এতে তার উপর কী শাস্তি রয়েছে, তবে মুসল্লীর সামনে দিয়ে গমন করা থেকে চল্লিশ (৪০) পর্যন্ত বিরত থাকা উত্তম হত। বর্ণনাকারী আবুন নযর রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু বলেন, আমার জানা নেই চল্লিশ দিন বলেছেন না চল্লিশ মাস বলেছেন না চল্লিশ বছর বলেছেন....।[৪৭]

ইমাম তিরমিযী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু তায়ালা আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি বলেছেন নামাজরত কোন ভাই এর সামনে দিয়ে চলাচলের চেয়ে একশ বছর দাঁড়িয়ে থাকাও তার জন্য উত্তম।

---

[৪৭]. বুখারী : আস্ সহীহ, باب إثم المارين يدي المصلي, ১/১০৮; মুসলিম : আস্ সহীহ, باب منع المارين يدي المصلي, ১/৩৬৩; আবূ দাউদ : আস্ সুনান, باب ما ينهي من المرور بين يدي المصلي, ১/১৮৬;

ইমাম ত্বাহাবী রাহমাতুল্লাহি আলাইহি বলেন, اَلْمُرَادُ أَرْبَعُوْنَ سُنَّةً অর্থাৎ এই হাদীসে চল্লিশ দ্বারা চল্লিশ বৎসরই উদ্দেশ্য।

٢. عَنْ سَعِيدِ بْنِ غَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ نَزَلْتُ بِتَبُوْكَ أُرِيْدُ الحَجَّ فَإِذَا رَجُلٌ مُقْعَدٌ فَسَأَلْتُهُ عَنْ أَمْرِهِ فَقَالَ سَأُحَدِّثُكَ حَدِيثًا فَلَا تُحَدِّثْ بِهِ مَا سَمِعْتَ أَنِّي حَيٌّ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ بِتَبُوكَ إِلَى نَخْلَةٍ فَقَالَ: «هَذِهِ قِبْلَتُنَا»، فَصَلَّى إِلَيْهَا فَأَقْبَلْتُ وَأَنَا غُلَامٌ أَسْعَى حَتَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا فَقَالَ: «قَطَعَ صَلَاتَنَا قَطَعَ اللهُ أَثَرَهُ» فَمَا قُمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا، (السنن لابي داؤد : المجلد الاول ـ الصفحه ـ ١٠٢)

(২) সাঈদ ইবনে গাজওয়ান রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত, তিনি তার পিতা গাজওয়ান থেকে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন: আমি একবার হজ্জ যাত্রার পথে তাবুকে অবতরণ করলাম। তখন এক পঙ্গু ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম। তার বিষয়ে আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম। লোকটি বলল, তোমাকে আমি সে ঘটনা বলছি কিন্তু যতদিন আমি জীবিত আছি বলে শুনতে পাবে ততদিন তা তুমি কাউকে বর্ণনা করবে না। আমার যৌবন কালের একটি ঘটনা, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে একটা খেজুর গাছের কাছে অবতরণ করলেন এবং বললেন, এটি আমাদের কিবলা। এটির দিকে মুখ করে তিনি সালাত আদায় করতে লাগলেন। তখন আমি দৌড়ে এদিকে এলাম এবং তাঁর ও খেজুর গাছের মাঝ পথ দিয়ে চলে গেলাম। তিনি তখন বললেন: সে আমার নামাজ ছিন্ন করে দিয়েছে, আল্লাহ তা'আলা যেন তার পদচারণা ছিন্ন করে দেন। এরপর থেকে আজ পর্যন্ত আমি এ পায়ের উপর দাঁড়াতে পারি নাই।[৪৮]

٣. عَنْ كَعْبِ الْأَحْبَارِ قَالَ: «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي، مَاذَا عَلَيْهِ، لَكَانَ أَنْ يُخْسَفَ بِهِ، خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ» وَفِي رِوَايَةٍ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، الموطا للامام مالك ـ مشكوة المصابيح ـ الصفحه ـ ٧٤)

[৪৮]. আবু দাউদ : আস্ সুনান, باب ما يقطع الصلاة, ১/১৮৮;

(৩) অনুবাদ: হযরত কা'ব আল আহবার রাদিআল্লাহু তা'আলা আনহু থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গমনকারী ব্যক্তি যদি জানতো যে এতে তার কী কঠোর শাস্তি রয়েছে। তবে তার সামনে দিয়ে গমন করা অপেক্ষা ভূমিতে ধ্বসে যাওয়া তার জন্য উত্তম মনে করত। আরেক বর্ণনায় আছে, তার উপর সহজ মনে করত।[৪৯]

টীকা

উপরোক্ত হাদীস শরীফ সমূহ দ্বারা প্রমাণিত হলো যে, নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে গমন করা কতবড় মারাত্মক এবং শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আমরা অনেকে কিন্তু এত বড় একটা জঘন্য কাজ প্রতিনিয়ত করেই থাকি। এটা যে গুনাহ সেটা খেয়ালও করিনা। অতএব যারা এই পুস্তিকাটি পড়বেন এবং এ বিষয়ে অবগত হবেন তাদের জীবনে এ কাজটি যেন আরেকবারও পুনরাবৃত্তি না ঘটে। কারণ গুনাহ্র কাজকে অবজ্ঞা করে গুনাহ মনে না করলে তার ঈমান থাকবেনা। সুতরাং মুসলিম ভাইয়েরা সাবধান! মুসল্লীর/ নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে চলাচল করা থেকে বিরত থাকা আমাদের একান্ত উচিৎ। নচেৎ পঙ্গু হয়ে যাওয়ার কিংবা খোদার গজবে নিমজ্জিত হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। মহান আল্লাহপাক সবাইকে নামাজরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে হাঁটা-চলা থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন। আমীন ॥

[৪৯]. ইমাম মালেক : আল মুয়াত্তা, باب التشديد في أن يمر أحد بين يد المصي, ১/১৫৫;

সম্মানিত মুসল্লী ভাইদের জানার সুবিধার্থে নামাজের ফরজ, ওয়াজিব ও সুন্নাতগুলো নিম্নে পেশ করা হল।

নামাজের ফরজসমূহ

নামাজের ফরজ ১৩টি। এর মধ্যে ৬টি নামাজের নিয়্যত বাঁধার পূর্বে ফরজ এবং এগুলোকে নামাজের শর্ত বলা হয়। আর বাকী ৭টি নিয়্যত বাঁধার পর নামাজের ভিতরে ফরজ এবং এগুলোকে নামাজের রুকন বলা হয়। এগুলোর মধ্যে একটিও ছুটে গেলে নামাজ শুদ্ধ হবে না। পুন:রায় আদায় করতে হবে। নতুবা তার নামাজই হবে না।

নামাযের শর্তাবলী (আহকাম)

১. সমূদয় অপবিত্রতা থেকে শরীর পবিত্র হওয়া। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا،

–আর, তোমরা অপবিত্র হলে পাক-সাফ হয়ে যাও।[৫০]

কারো উযূর দরকার হলে উযূ বা তায়াম্মুম করতে হবে, গোসলের প্রয়োজন হলে গোসল বা তায়াম্মুম করতে হবে।

২. পরিধেয় পোশাক পবিত্র হওয়া। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ

–আর তোমার পোশাক পবিত্র কর।[৫১]

নামাযের সময় পরনে যা-ই থাকবে তা পবিত্র হওয়া আবশ্যক। নচেৎ নামায হবে না। যেমন : জামা, পায়জামা, টুপি, পাগড়ি, কোট, সিরওয়ানী, মৌজা, লুঙ্গি, শাড়ি, সেলোয়ার, কামিজ ইত্যাদি।

৩. নামাযের জায়গা পবিত্র হওয়া। অর্থাৎ নামাযীর দু'পায়ের, দু'হাঁটুর, দু'হাতের ও সিজদার স্থান পাক হওয়া আবশ্যক।

৪. সতর ঢাকা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ،

[৫০]. আল কুরআন : সূরা মায়িদা, ৫/৬;
[৫১]. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪/৪;

–হে বনী আদম ! প্রত্যেক নামাযের সময় তোমরা সুন্দর পোশাক পরিধান করবে।[৫২]

পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য দু'হাতের কব্জি, পদদ্বয় এবং মুখম-ল ব্যতীত সমস্ত দেহ সতর। এ অঙ্গসমূহ ঢেকে রাখা ফরয।

৫. কিবলামুখী হওয়া। এ সম্বন্ধে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ،

–তোমরা (নামাযের সময়) কা'বার দিকে মুখ করো।[৫৩]

শরয়ী কোন ওজর ব্যতীত অন্য দিকে মুখ করে নামায আদায় করলে নামায হবে না।

৬. নিয়্যত করা। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে–

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ،

–আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়্যতের উপর নির্ভরশীল।[৫৪]

তবে যে নামায আদায় করা হয়, তার জন্য মনে মনে নিয়্যত করবে। ইমামের পিছনে নামায আদায় করলেও নিয়্যত করতে হবে।[৫৫]

[৫২]. আল কুরআন : সূরা আ'রাফ, ৭/৩১;
[৫৩]. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/১৫০;
[৫৪]. বুখারী : আস্ সহীহ, মুকাদ্দামাতুল কিতাব, باب بدء الوحي, ১/৬;
[৫৫]. হিদায়া, পৃ: ৯২-৯৮ ;

নামাযের আরকান

নামাযের ভিতরে ৭টি কাজ ফরয

১. তাকবীরে তাহরীমা অর্থাৎ নামায আরম্ভ করার সময় আল্লাহ্ তা'আলার মহত্ত্ব প্রকাশ পায় এমন কোন শব্দ দ্বারা নামায শুরু করা ফরয। তবে "আল্লাহু আকবার" বলে নামায আরম্ভ করা ওয়াজিব। একে 'তাকবীরে তাহরীমা' এ জন্য বলা হয়, এ তাকবীরের মাধ্যমে নামাযের বাইরের সব ধরনের কাজ-কর্ম নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ،

–তোমার প্রতিপালকের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর।[৫৬]

২. কিয়াম করা অর্থাৎ সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে নামায আদায় করা। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ،

–তোমরা আল্লাহর উদ্দেশ্যে বিনীতভাবে দাঁড়াও।[৫৭]

ফরয ও ওয়াজিব নামায দাঁড়িয়ে আদায় করা ফরয। কোন ওযর থাকলে যেভাবে নামায আদায় করা সম্ভব সেভাবে নামায আদায় করার অনুমতি রয়েছে।

৩. কিরাআত পড়া। ইরশাদ হয়েছে–

فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ،

–তোমরা কুরআন থেকে যতটুকু সহজ হয়, ততটুকু পড়।[৫৮]

চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকাআত এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকা'আতে কিরা'আত পড়া ফরয।

৪. রুকূ করা। আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেন–

وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ،

–তোমরা রুকূ'কারীদের সাথে রুকূ' কর।[৫৯]

---

৫৬. আল কুরআন : সূরা মুদ্দাস্সির, ৭৪/৩;
৫৭. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/২৩৮;
৫৮. আল কুরআন : সূরা মুযাম্মিল, ৭৩/২০;
৫৯. আল কুরআন : সূরা বাকারা, ২/৪৩;

প্রত্যেক রাকা'আতে একবার রুকূ' করা ফরয। রুকু' করার নিয়ম হচ্ছে, দাঁড়ানো থেকে এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন দু'হাত হাঁটু পর্যন্ত পৌঁছে যায়। রুকু'র সময় পিঠ বিস্তৃত রাখতে হয়। নবী করীম সাল্লাল্লাহু তা'আলা আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবেই রুকূ' করতেন। বসে নামায আদায়ের সময় এতটুকু ঝুঁকতে হবে, যেন কপাল হাঁটু বরাবর গিয়ে পৌঁছে।

৫. সিজদা করা। প্রতি রাকা'আতে দু'টি সিজদা করা ফরয। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا،

–হে ঈমানদারগণ! তোমরা রুকু' কর এবং সিজদা কর।[৬০]

৬. শেষ বৈঠকে বসা। নামাযের শেষ রাকা'আতের সিজদার পর 'তাশাহ্হুদ' পড়তে যতটুকু সময় লাগে, ততটুকু সময় বসা ফরয।

৭. কোন একটা কাজ দ্বারা নামায সমাপ্ত করা ফরয।

---

৬০. আল কুরআন : সূরা হাজ্জ, ২২/৭৭;

নামাযের ওয়াজিবসমূহ

নামাযের ওয়াজিব ১৪টি। নামাজের ওয়াজিব বলতে ঐসব করণীয় বিষয় বুঝায়, যার কোন একটিও ভুলবশত ছুটে গেলে 'সিজদায়ে সাহু' করলে নামায বিশুদ্ধ হয়ে যায়। ভূলবশত বা স্বেচ্ছায় সিজদায়ে সাহু না করা হলে পুন:রায় নামায আদায় করা ওয়াজিব। সিজদায়ে সাহু'র নিয়ম হচ্ছে- শেষ বৈঠকে তাশাহ্হুদ পড়ার পর ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে আরো দু'টি সিজদা আদায় করা এবং পুনরায় তাশাহ্হুদ পাঠ করে সালাম ফিরানো।

নামাযের ওয়াজিবসমূহ নিম্নরূপ

১. সূরা ফাতিহা পড়া। অর্থাৎ ফরয নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে এবং বিতর, সুন্নাত ও নফল নামাযের প্রত্যেক রাকা'আতে সূরা ফাতিহা পাঠ করা।

২. জাম্মে সূরা বা ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকা'আতে এবং ওয়াজিব, সুন্নাত ও নফল নামাযের সব রাকা'আতে সূরা ফাতিহার পর অন্য কোন সূরা বা বড় এক আয়াত অথবা ছোট তিন আয়াত পড়া।

৩. ফরজ-ওয়াজিবের মধ্যে তারতীব ঠিক রাখা।

৪. ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকা'আতে এবং অন্যান্য নামাযের সব রাকা'আতে কিরা'আত পড়া ওয়াজিব। যদি কেউ ভূলবশত: চার রাকা'আত বিশিষ্ট ফরয নামাযের প্রথম দু'রাকা'আতে কিরা'আত না পড়ে শেষ দু'রাকা'আতে পড়ে বা প্রথম দু'রাকা'আতের এক রাকা'আতে এবং শেষ দু'রাকা'আতের এক রাকা'আতে পড়ে তবে 'সাহু সিজদা' আদায় করা ওয়াজিব।

৫. তারতীব: কিরা'আত, রুকু' ও সিজদার মধ্যে ক্রমধারা ঠিক রাখা।

৬. কাওমা করা। অর্থাৎ রুকু' থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো।

৭. জলসা করা অর্থাৎ দু'সিজদার মাঝখানে সোজা হয়ে বসা।

৮. তা'দীলে আরকান অর্থাৎ রুকু', সিজ্‌দা, কাওমা ও জলসায় কমপক্ষে এক তাসবীহ্ পরিমাণ স্থির থাকা যাতে শরীরের প্রতিটি অঙ্গ যথাস্থানে পৌঁছে যায়।

৯. কো'দায়ে উলা অর্থাৎ তিন বা চার রাকা'আত বিশিষ্ট নামাযে দু'রাকা'আতের পর আত্তাহিয়্যাতু পড়ার পরিমাণ সময় বসা।

১০. প্রথম ও শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতু পড়া।

১১. জেহরী নামাযের প্রথম দুই রাকা'আতে ইমামের উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়া এবং সিররী নামাযের মধ্যে ইমাম ও একাকী নামাযীর অনুচ্চ শব্দে কিরা'আত পড়া। অর্থাৎ ফজরের উভয় রাকা'আত, মাগরিব, এশার প্রথম দুরাকা'আতে, জুমু'আ ও ঈদের নামায, তারাবীহ্ এবং রমযানের ভিতরের নামাযে ইমামের উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়া আর যুহর ও আসরের নামাযে, মাগরিবে ও এশার শেষ রাকা'আতগুলোতে আস্তে আস্তে কিরা'আত পড়া।

১২. সালাম ফিরানো অর্থাৎ 'আস্‌সালামু আলাইকুম' বলে নামায শেষ করা।

১৩. বিতর নামাযের দু'আয়ে কুনূত পড়ার জন্য অতিরিক্ত তাকবীর বলা এবং দু'আয়ে কুনূত পড়া।

১৪. দু' ঈদের নামাযের অতিরিক্ত তাকবীর বলা।[৬১]

---

৬১. আলমগীরী : আল ফাতওয়াহ, পৃ. ১৩৯-১৪০;

নামাযের সুন্নাতসমূহ

১. তাকবীরে তাহরীমা বলার পূর্বে পুরুষের কানের লতি এবং মহিলার কাঁধ পর্যন্ত দু'হাত উঠানো।

২. তাকবীরে তাহরীমার সময় দু'হাতের আঙ্গুলগুলো স্বাভাবিকভাবে কিবলামুখী ও খুলে রাখা।

৩. 'তাকবীরে তাহরীমা' বলেই পুরুষের নাভীর নিচে এবং মহিলার বুকের উপর হাত বাঁধা। ডান হাতের তালু বাম হাতের তালুর পিঠের উপর রাখতে হয়, ডান হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল এবং কনিষ্ঠ আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরতে হয়। বাকি আঙ্গুলগুলো বাম হাতের উপর বিছিয়ে রাখতে হয়। তবে দু'আঙ্গুল দিয়ে বাম হাতের কব্জি ধরা মহিলাদের জন্য সুন্নাত নয়। মহিলারা কেবল ডান হাতের পাতা বাম হাতের পাতার উপর রাখবে।

৪. তাকবীরে তাহরীমার সময় মস্তক অবনত না করা।

৫. তাকবীরে তাহরীমা এবং এক রুক্ন থেকে অন্য রুকনে যাবার সময় ইমামের জন্য তাকবীর উচ্চস্বরে বলা।

৬. সানা , অর্থাৎ 'সুবহানাকা আল্লাহুম্মা' শেষ পর্যন্ত পড়া।

৭. প্রথম রাকাতে 'আউযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বানির রাজীম' পড়া।

৮. প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পূর্বে 'বিসমিল্লাহর রাহমানির রাহীম' পড়া।

৯. 'আমীন' বলা। যে নামাযে ইমাম উচ্চস্বরে কিরা'আত পড়বে সে নামাযে সূরা ফাতিহা শেষ হওয়ার পর ইমাম ও মুক্তাদী সবাইকে নিম্নস্বরে 'আমীন' বলতে হয়। একাকী নামায আদায়কারীরও একই হুকুম।

১০. ফরয নামাযের তৃতীয় ও চতুর্থ রাকা'আতে শুধুমাত্র সূরা ফাতিহা পড়া।

১১. সানা, আউযূবিল্লাহ্, বিসমিল্লাহ্ ও আমীন আস্তে পড়া।

১২. কিরা'আতে মাসনূন তরীকা অবলম্বন করা। অর্থাৎ যে নামাযে যতটুকু কুরআন পড়া সুন্নাত ততটুকু পড়া।

১৩. রুকু ও সিজদায় কমপক্ষে তিনবার করে তাসবীহ পড়া। অর্থাৎ রুকুতে 'সুবহানা রাব্বিয়াল আযীম' এবং সিজদায় 'সুবহানা রাব্বিয়াল 'আলা' ৩ বার করে পড়া।

১৪. রুকুতে মাথা পিঠ এবং কোমর সোজা রেখে দু'হাতের আঙ্গুল দিয়ে উভয় হাঁটু শক্ত করে ধরা।

১৫. কাওমা বা রুকু থেকে উঠে দাঁড়ানোর সময় ইমামের 'সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ' এবং মুক্তাদীর 'রাব্বানা লাকাল হামদু' বলা। আর একাকী নামাজীর ক্ষেত্রে উভয়টি বলা।

১৬. সিজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে হাঁটু, তারপর হাত, তারপর নাক এবং কপাল রাখা।

১৭. বসা অবস্থায় দু'হাত হাঁটুর উপর রাখা। বাম পা বিছিয়ে তার উপর বসা আর ডান পা এমনভাবে খাড়া রাখা যেন আঙ্গুল গুলোর মাথা কিবলার দিকে থাকে।

১৮. আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় 'লা ইলাহা' বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করা।

১৯. শেষ বৈঠকে 'আত্তাহিয়্যাতু'র পর দুরূদ শরীফ পড়া।

২০. দুরূদ শরীফ পড়ার পর মাসনুন দু'আ পড়া।

২১. প্রথমে ডানে এবং পরে বামে সালাম ফিরানো।

সমাপ্ত

লেখক পরিচিতি

অবতারণা: মদিনাতুল আউলিয়া তথা আউলিয়ার শহর চট্টগ্রাম। ক্ষণজন্মা মহাপুরুষদের লীলাভূমি চট্টগ্রাম। এ চট্টগ্রামেরই কৃতি সন্তান, প্রখ্যাত আলেমে দ্বীন, লেখক, গবেষক, মুহাদ্দিসকূল শিরমণি, মুনাযেরে আহলে সুন্নত, ফকীহে দ্বীন ও মিল্লাত, হযরতুলহাজ্ব আল্লামা শায়খ মুফতি আবুল হুফ্ফাজ মুহাম্মদ ফুরকান চৌধুরী (ম.জি.আ.)।

শুভজন্মক্ষণ: তিনি চট্টগ্রাম জেলার বোয়ালখালী থানার পূর্ব গোমদন্ডি গ্রামের চৌধুরী পাড়ায় ১৯৪৭ সালের এক শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাযহাবে হানাফী, আক্বায়েদে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী।

বংশধারা: তিনি ঐতিহ্যবাহী চৌধুরী পাড়ায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম সুন্নী পরিবারে বিশিষ্ট সমাজ সেবক, দানবীর, শিক্ষানুরাগী, প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী জনাব আলহাজ্ব মুহাম্মদ আবু ছিদ্দীক চৌধুরী ও খোদাভীরু মহীয়সী রমনী মোছাম্মাৎ নূর জাহান বেগম এর ঔরশে জন্ম গ্রহণ করেন।

শিক্ষার্জন: আল্লামা ফুরকান সাহেব (ম.জি.আ) শৈশবকাল স্বীয় গ্রামে কাটান। তাঁর জীবনের প্রাথমিক শিক্ষা ছোট কালে তাঁরই সুযোগ্য চাচা বিশিষ্ট শিক্ষানুরাগী, খোদাভীরু, ইসলাম প্রিয় ও আলেম দোস্ত ব্যক্তি জনাব আলহাজ্ব সূফী মোহাম্মদ আবুল কাসেম সাহেবের নিকট থেকে গ্রহণ করেন। মুহতারাম সূফী সাহেব তাঁকে অত্যন্ত আদর ও স্নেহ দিয়ে মক্তব শিক্ষা সু-সম্পন্ন করান। জনাব সূফী সাহেব প্রিয় শিষ্য ও ভ্রাতুস্পুত্র আল্লামা ফুরকান সাহেবের প্রখর মেধা, অসাধারণ স্মৃতিশক্তি, তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তা ও তাঁর ভেতর লুকায়িত উজ্জ্বল ভবিষ্যত আচঁ করতে পেরে গ্রাম থেকে শহরে নিয়ে এসে প্রথমে ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি করান। কিছুদিন পর সেখান থেকে তার শ্রদ্ধাভাজন পিতা বাংলা, ইংরেজী ও গণিত শিক্ষার নিমিত্তে কয়েক বছরের জন্য পাথরঘাটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তি করান। পরবর্তীতে সেখান থেকে পুন:রায় চট্টলার ঐতিহ্যবাহী ছোবহানীয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় ভর্তি হয়ে ১৯৬৫ সালে দাখিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ৮ম স্থান, ১৯৬৭ সালে আলিম পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ১৩তম স্থান, ১৯৬৯ সালে ফাজিল পরীক্ষায় সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান, ১৯৭১ সালে কামিল (হাদীস) পরীক্ষায়ও সম্মিলিত মেধা তালিকায় ২য় স্থান ও ১৯৭৪ সালে ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে কামিল (ফিক্বহ) পরীক্ষায় সারা বাংলাদেশে ফার্ষ্ট ক্লাশ ফার্ষ্ট ও গোল্ড মেডল নিয়ে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন।

শিক্ষকতা পেশায় আত্মনিয়োগ: ১৯৭৩ সালে চট্টগ্রামে ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় সিনিয়র মুদাররিস হিসেবে নিয়োগ পেয়ে ১ বছর যাবৎ কৃতিত্বের সাথে দ্বীনি খেদমত আঞ্জাম দেন। তারপর ঢাকা সরকারী আলীয়া মাদ্‌রাসা হতে কামিল ফিক্বহ সম্পন্ন করে পুণ:রায় ১৯৭৫ সালে উক্ত মাদ্‌রাসায় মুহাদ্দিস হিসেবে যোগদান করেন এবং ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ৫ বছর যাবৎ ইলমে হাদীসের শিক্ষা দেন। পরবর্তীতে তিনি বিদেশ চলে যান এবং আরব আমিরাতের অন্তর্গত আবুদাবী আল-আইন সিটির নয়াদাতস্থ **মসজিদ এ উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.)** এ দীর্ঘ ১৯ বছর যাবৎ ইমাম ও আরবের বিভিন্ন বড় বড় মসজিদে খতীব হিসেবে মহান দায়িত্ব পালন করেন। পরিশেষে নিজ মাতৃভূমি বাংলাদেশে ফিরে এসে ২০০১ সাল থেকে অদ্যাবধি পূণ:রায় চট্টলার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছোবহানিয়া আলীয়া মাদ্‌রাসায় শায়খুল হাদীস হিসেবে যোগদান করে কৃতিত্বের সাথে রাসূল (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এর অমূল্য বাণী হাদীস শরীফ এর দরস/শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। উল্লেখ্য যে, তিনি দুনিয়াবী কোন স্বার্থ, যশ ব্যতীত বিনা বেতনে একমাত্র আল্লাহ ও রসূলের (দ.) সন্তুষ্টি এবং পরকালীন নাজাতের উসিলার নিয়্যতে অনারারীভাবে দরসে হাদীসের খেদমত করে যাচ্ছেন। বিভিন্ন ফতোয়া-ফরায়েজ সহ জটিল-কঠিন মাসআলার সঠিক ও সহজভাবে সমস্যার সমাধান দিতে তিনি সক্ষম (ইনশাআল্লাহ্)। বাংলাদেশের অগনিত ছাত্র-ছাত্রী এবং আলেম সমাজ এখনো তাঁর নিকট থেকে ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিক্বহ এর ছবক নিয়ে ধন্য হচ্ছেন। শুধু ছাত্ররা নয় বড় বড় আলেমগণও কোন জটিল বিষয়ের সম্মুখীন হলে তাঁর শরণাপন্ন হয়ে তার থেকে সমাধান পাচ্ছেন।

ফতোয়াদানে পারদর্শীতা: তিনি ১৯৭৪ সালে ফিক্বহশাস্ত্রের সর্বোচ্চ দায়িত্বে ডিগ্রী অর্জনের পর থেকে দ্বীন-মাযহাব, আকায়েদ ও শরীয়ত বিষয়ক অসংখ্য ফতোয়া ফরায়েজ প্রদানের দায়িত্ব পালন করে আসছেন।

ইতিকথা: বহুমুখী প্রতিভাধর ব্যক্তিত্ব আল্লামা মুফতী এ. এইচ. এম. ফুরকান চৌধুরী সাহেব (ম.জি.আ.) একজন দেশ বরেণ্য আলেম, মুহাক্কিক লেখক ও মুফতিয়ে আহলে সুন্নাত হিসেবে সর্বত্র পরিচিত। ফতোয়া-ফরায়েয প্রদানে তাঁর সিদ্ধান্ত বর্তমানে সর্বজন স্বীকৃত। আল্লাহ তাঁকে সু-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু দান করুন। আমিন। বেহুরমাতি রহমাতুল্লিল আলামীন।

সনজরী পাবলিকেশন